NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী





৩ প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রতিশোধ, দুই পোষ্যকে খুনের অভিযোগ

পানিহাটিতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মৃত্যু কর্মীর ৩

কলকাতা ১৬ নভেম্বর ২০২৬ ২৯ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.11.2026, Vol. 20 Issue No. 154, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআরে বাদ পড়লেও নাম উঠবে ভোটার লিস্টে

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: এসআইআরের খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি, শুধু গণনার ফর্ম জমা না দেওয়ার কারণে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য ফের নাম তোলার সুযোগ খুলে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে, সেখানে বাদ পড়া ভোটারেরা নিজেদের বর্তমান সাধারণ বাসস্থানের ঠিকানা অনুযায়ী এনুমারেশন ফর্ম জমা দিতে পারবেন। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় নির্বাচন কমিশন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশি এই যৌথ হলফনামায় জানান, ৬ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের এই বিষয়ে নতুন নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এর আগে ২৮ অক্টোবর দিল্লির এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে খসড়া তালিকায় নাম না থাকা ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর উপায় খুঁজতে কমিশনকে পরামর্শ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই প্রেক্ষিতেই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। যদিও কমিশনের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, যাঁরা এখনও আগের ঠিকানাতেই রয়েছেন, তাঁরা স্বাক্ষর করা এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে কেন নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম জমা দিতে পারেননি, তার ব্যাখ্যা দিয়ে অ্যানেক্সার-বি জমা দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের (এইআরও) কাছে সরাসরি ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। এমনকি পরিবারের অন্য সদস্যের মাধ্যমেও তা পাঠানো যাবে। এছাড়াও বুথ লেভেল অফিসারের কাছেও জমা দেওয়া যাবে ফর্ম। অনলাইনে ই-সই করেও ইসিআইনেট-এর মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ থাকছে, বলেই জানিয়েছে কমিশন। এইক্ষেত্রে একই রাজ্যে ঠিকানা বদলালে ফর্ম-৮ আর লাগবে না বলেও জানায় কমিশন। এই বিষয়ে কমিশন জানায়, একই রাজ্যের মধ্যে যাঁরা বাসস্থান বদলেছেন, তাঁদের নতুন করে ফর্ম-৮ জমা দিতে হবে না। সেইক্ষেত্রে নতুন ঠিকানা ও বিধানসভা কেন্দ্রের তথ্য দিয়ে অ্যানেক্সার-সি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে নতুন এলাকার ইআরও বা এইআরও-র কাছে। এরপর প্রয়োজন হলে 'বুক আ কল উইথ বিএলও' পরিষেবার সাহায্য নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিপুল সংখ্যক ভোটারের তথ্য এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থার কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেও স্বীকার করেছে কমিশন। এই হলফনামায় কমিশন জানায়, 'বিপুল সংখ্যক ভোটার এবং সম্পূর্ণ তথ্য ডিজিটাল হওয়ার কারণে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মাঝেমধ্যে সমস্যা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হতে পারে। যোগ্য ভোটারদের নাম যাতে তালিকায় থাকে, তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তালিকার অসঙ্গতিগুলিও দূর করতে কমিশন সচেষ্ট।'



রবিবার বিকেলে বাজে কদমতলা ঘাটে ছটপুজো পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। (ইনসেটে) বাবুঘাটে পুণ্যার্থীদের ছটপুজো। ছবি: অদিতি সাহা

জঙ্গলমহলের জনজাতিদের সব আশা পূরণ করবে রাজ্য

চিত্ত মাহাতো, ঝাড়গ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ বিরসা মুন্ডার জন্মদিনটিকে রবিবার সারা ভারতবর্ষে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী অধ্যুষিত সমস্ত ব্লকে দিনটি পালন করা হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হয় বেলপাহাড়ি ব্লকের সাহাড়ি গ্রামের ফুটবল মাঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই মাঠেরই এক কোণে শহিদ বিরসা মুন্ডার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি তৈরি হয়েছিল। রবিবার সেই মূর্তিতেই মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বেলা একটা নাগাদ হেলিকপ্টারে ওই মাঠে পৌঁছন। সেখানে বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীদের তৈরি শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে এবং অনুষ্ঠান মঞ্চের নিচে আদিবাসীদের নাচ গানের আসরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ ধামসা বাজান মুখ্যমন্ত্রী। পরে অনুষ্ঠান মঞ্চে ভূমিহীনদের হাতে সরকারি জমির পাট্টা, লোক শিল্পীদের হাতে ধামসা মাদল-সহ বিভিন্ন শ্রেণির উপভোক্তাদের হাতে একগুচ্ছ সরকারি পরিষেবা তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকারের কাজ শুধু আদিবাসীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণ করা নয়, তাদের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা। তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিরসা মুন্ডার জন্মদিন হল সমস্ত আদিবাসী মানুষের সঙ্গে আমাদের সরকারের একাত্ম হওয়ার দিন। আদিবাসীদের অধিকার গর্ব করতে বিগত সরকার বহু ভুয়ো তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র দিয়েছিল। আমরা সেসব বাতিল করে দিয়ে তাদের সংরক্ষণ মজবুত করেছি। আদিবাসী জনজাতির যেসব মানুষের

বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বাসস্থানের কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই, আমরা তাদের সকলকে সরকারি জমির পাট্টা দিতে চাই। এজন্য আজ সারা পশ্চিমবাংলার ৭৭০ জনকে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষা করতে হবে।'

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ওড়িশার গ্রামের এক আদিবাসী মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছে। বিগত সরকারের লোকজন তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অপমানজনক কথা বলেছে। নানাভাবে কটাক্ষ করে আদিবাসীদের অভিমানে আঘাত করেছে। কিন্তু আমাদের কাজ হল আদিবাসী মানুষদের বন্ধু করা। এজন্য এরাজ্যে বিজেপির মন্ত্রিসভায় একগুচ্ছ আদিবাসী বিধায়ককে মন্ত্রী করা হয়েছে। আপনারা তাদের জিতিয়ে মর্যাদা দিয়েছেন। এজন্য আপনাদের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টোটো, লোধা- শবরদের মতো দুঃস্থ-দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা ৭৫ হাজার মানুষদের জন্য আমাদের সরকার বিনামূল্যে স্পেশ্যাল রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। জঙ্গলমহলের জনজাতি মানুষদের সব আশা পূরণ করবে এই সরকার।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য পানীয় জল সরবরাহ, নতুন রাস্তা তৈরি ও সংস্কার, বিভিন্ন স্কুলের পরিকাঠামো গঠন, বিভিন্ন নদীর উপর সেতু নির্মাণ-সহ বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হেলিকপ্টারে বেলপাহাড়িতে আসার সময় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম জঙ্গলমহলে এখনো প্রচুর কাঁচা বাড়ি রয়েছে। আজকের এই সভা মঞ্চ থেকে বলে যাচ্ছি, জঙ্গলমহলে আর কোনও কাঁচা বাড়ি থাকবে না। সরকারি আবাস যোজনায় তাদের সবাইকেই পাকা বাড়ি করে দেওয়া হবে।



রবিবার ঝাড়গ্রামে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে আদিবাসীদের নাচ-গানের আসরে ঢুকে ধামসা বাজান মুখ্যমন্ত্রী।

দারিদ্র্য ও মাও দূরীকরণে সাফল্যের খতিয়ান মোদীর



মুম্বই, ১৫ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের গঢ়চিরৌলিতে বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় জনজাতি গৌরব দিবস পালিত হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে রবিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে মোদী জানান, বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১২-১৩ বছরে ভারতের ৫০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য এটি। তবে এতে কোনও একটি সরকারের একার কৃতিত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতির পাশাপাশি সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে, মত প্রধানমন্ত্রীর। শুধু তাই নয়, মাওবাদী কার্যকলাপও নির্মূল হয়েছে বলেও তিনি খতিয়ান তুলে ধরেন। বিশেষত আদিবাসী সমাজের কল্যাণে এই দুই সাফল্যের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সাফল্যের নেপথ্যে কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন মোদী। আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে জনমন প্রকল্প, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের জন্য তাঁর সরকার এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এ ছাড়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য চার কোটি বাড়ি নির্মাণ, ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন তিনি।

মাওবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের নীতি প্রথম থেকেই কঠোর, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'নকশাল হিংসায় সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে আদিবাসীদের। ২০১৪ সালে অন্তত ১২৫টি গ্রামে এই সমস্যা ছিল। প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক হিংসাত্মক ঘটনার কথা শোনা যেত। অনেক মানুষ মারা যেতেন। আগের সরকার আদিবাসীদের জন্য কিছুই করেনি। মাওবাদীরা সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বার বার। জোর করে মায়ের কোল থেকে সন্তানকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ মাওবাদ শেষ।'

পুলিশকে গুলি-কাণ্ডেও এনকাউন্টার

পঞ্চম রতন

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: রাজ্যে ফের এনকাউন্টার। বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার লাইকবাজারে পুলিশকে গুলি করায় অভিযুক্ত রতন শেখ এনকাউন্টারে হত। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, নানুরের চারকোল গ্রামের কাছে উচকরন এলাকার একটি ইটভাটায় এই ঘটনা ঘটে। ওই সূত্রের দাবি, ফের পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে সে। পুলিশের পাল্টা গুলিতে জখম হয় রতন। তড়িঘড়ি তাকে নানুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, কনস্টেবলকে গুলি করায় অভিযুক্ত রতনকে রবিবার পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ। ওই সূত্রের দাবি, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রতন অপরাধ স্বীকার করে নেয়। শুক্রবার পুলিশ কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায় রয়েছে, জেরায় তা-ও জানিয়ে দেন রতন। সেইমতো রবিবার বিকেলে রতনকে নিয়ে নানুরের ওই ইটভাটায় অস্ত্র উদ্ধারে যায় পুলিশ। দাবি, হঠাৎই সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে গুলি চালিয়ে দেন রতন। পুলিশের গাড়িতে গুলি লাগে। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। সেই গুলিতেই জখম হয় রতন। তড়িঘড়ি নানুর



স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বোলপুর হাসপাতালে। সেখানেই রতনের দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

সম্প্রতি বোলপুরের লায়েক বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অপরাধীকে ধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে জখম হয়েছিলেন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। অভিযুক্তছিল নানুরের রতন শেখ। বীরভূমের নানুরের সাওঁতা গ্রামের বাসিন্দা রতন। এর আগেও একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে রতনের বিরুদ্ধে। মাসকয়েক আগে একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল রতন। পুজোর সময়ে সেই মামলায় জামিন পায় রতন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রতনকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। আচমকাই শান্তিনিকেতন থানার কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করে পালিয়ে যায় রতন। এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল রতন। গত দু'দিন ধরে রতনের খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। 'কনস্টেবলের রক্ত বৃথা যাবে না', পুলিশের উপর হামলা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এনকাউন্টারে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বীরভূম জুড়ে সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, রাজ্যে আইনের শাসন চলছে। বীরভূম জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'রাজ্যে আইনের শাসন চলছে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলি পূরণ হবে। কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখ পুলিশকে গুলি চালিয়েছিল। আর আজ সে খরচ হয়ে গিয়েছে।'

উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পরেই দুষ্কৃতী দমনে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সকালে জমা, বিকেলে খরচ' করা হবে। গত জুলাই মাসে বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রথম এনকাউন্টার করা হয়। এর পরে গাইঘাটা, রায়গঞ্জের ঘটনাতেও এনকাউন্টার হয়েছিল। এই ঘটনার পরেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই অপরাধীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। কোনওভাবে জামিন পেয়েছিল। পুলিশকে গুলি করলে তো ছেড়ে দেবে না। তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বিক্ষোভের মুখে মালা, শুনলেন 'চোর' স্লোগান





নিজস্ব প্রতিবেদন: ছটপুজোর জন্য তৈরি বিকল্প ঘাটের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়ে রবিবার সকালে টালিগঞ্জে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়। তাঁকে ঘিরে ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ 'চোর, চোর' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। রবিবার ছটপুজোয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সাংসদ, এমন অভিযোগও করেন তাঁরা। যদিও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল মালা রায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা একাধিক অভিযোগ।

এই বিষয়ে বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত ১৫ বছর ধরে এলাকার মানুষের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি করার কারণে কয়েকজনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মারধর করা হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'এখানকার মানুষের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়েছেন। আজকে এসেছেন ছটপুজো বানচাল করতে।' যদিও এদিন বিক্ষোভের মধ্যেই ঘটনাস্থলে বসে থাকেন মালা রায়। তাঁর বক্তব্য, ছটপুজোর বিকল্প ঘাটে পুরসভার তরফে কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা দেখতেই তিনি সেখানে এসেছেন। ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে এলাকার পুর পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখা তাঁর দায়িত্ব বলেও জানান তিনি। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সাংসদ বলেন, 'কেন এমন বিক্ষোভ হচ্ছে জানি না। আমি এখানকার পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলাম। আমি এই এলাকার পৌর প্রতিনিধি। পুরসভার ব্যবস্থা দেখতে এসেছি।' অভিযোগকারীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তুলছে, তার একটাও অভিযোগ থানায় আছে কি না, দেখাক।'

এরপর স্থানীয় মাঠ দখল করা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের কথাও সামনে আনেন মালা। তাঁর দাবি, বাম আমলে ওই মাঠ দখলের চেষ্টা হয়েছিল। পরে তাঁরা মাঠটি পুনরুদ্ধার করে সেখানে বৃদ্ধাশ্রম ও খেলার মাঠ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। এখন আবার ওই জমি দখলের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে বিজেপির দিকেই আঙুল তোলেন সাংসদ। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই এলাকায় অশান্তি বেড়েছে বলেও এদিন দাবি করেন মালা রায়। তাঁর কথায়, '৪ তারিখের পর থেকে অশান্তি শুরু হয়েছে। এখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে দেখুন, বিষয়টা বোঝা যাবে, কে খারাপ আর কে সাধু।' যদিও বিক্ষোভ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'স্থানীয়রা বিক্ষোভ করছে, করুক। আই ডোন্ট কেয়ার।' ছটপুজো উপলক্ষে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এবছর মোট ১৬৩টি বিকল্প ঘাট তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে টালিগঞ্জের ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডেও একটি ঘাটের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ঘাট পরিদর্শনকে কেন্দ্র করেই রবিবার সকালে সাংসদকে ঘিরে এই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে।

নথির যুদ্ধ কমিশনে, প্রত্যয়ী দুই তৃণমূলই

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের লড়াই এবার নথির লড়াইয়ে পরিণত হল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের দাবির সমর্থনে নথি জমা দিচ্ছে দু'পক্ষই। রবিবার কালীঘাটের তৃণমূল শিবিরের হয়ে কমিশনের দপ্তরে নথি জমা দেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেন। সেখানেই ৩২ জন বিধায়কের হলফনামা তাঁদের হাতে রয়েছে বলে দাবি করেন কল্যাণ। এর আগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির কমিশনের কাছে ছ'টি ট্রাকে ভরে নথি জমা দিয়েছিল। রবিবার কালীঘাটের শিবিরের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয় দু'টি ট্রাক ভর্তি নথি।

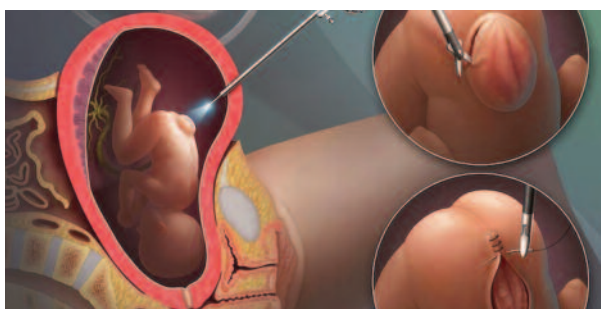
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ৮০টি আসনে জয়ী হয়েছিল। তার মধ্যে ৬৫ জন বিধায়কের সমর্থন আছে বলে দাবি করে ঋতব্রত শিবির। সেই সমর্থনের ভিত্তি করেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতার পদ পান ঋতব্রত। এই পরিস্থিতিতে কালীঘাট শিবিরের হাতে কতজন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দেওয়ার পর কল্যাণ জানান, তাঁদের কাছে থাকা হলফনামাগুলি আসল। নথির সফট কপিও ঋতব্রত শিবিরকে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, 'আমাদের এফিডেভিট ফাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেনই, আমাদের ১৭ সাংসদের হলফনামা আছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩২ জন বিধায়কের হলফনামা আছে। মেঘালয়ের পাঁচ জনের হলফনামা আছে, আছে অসমের একজনের।'

এদিন কল্যাণ আরও জানান, দলের প্রতিষ্ঠার সময়ের সদস্যদের মধ্যেও যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে।

দেশে প্রথম মাতৃগর্ভেই ভ্রূণের অস্ত্রোপচার

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই ভ্রূণের শরীরে অস্ত্রোপচার করলেন চিকিৎসকেরা। ভারতে এই প্রথম ঘটল এমন ঘটনা। সৌজন্যে নয়াদিল্লির এইমসের চিকিৎসকেরা। ভারতীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি নতুন মাইলফলক।

প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে চলেছিল অস্ত্রোপচার পর্ব। অপরেশন থিয়েটারে ছিলেন ৩০ জন চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী। এঁদের মধ্যে ছিলেন দিল্লি এইমসের স্নায়ুসংক্রান্ত অস্ত্রোপচার বিভাগের অধ্যাপক ডা. দীপক গুপ্ত, ভ্রূণের চিকিৎসা, স্ত্রী রোগ ও প্রসব সংক্রান্ত



চিকিৎসক নীনা মালহোত্রা এবং ডা. কে অপর্ণা শর্মা। তাঁরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পরে মা এবং শিশু উভয়েরই উপর নজর রাখা হচ্ছে। অস্ত্রোপচার যে সময়ে হয়েছে, তখন মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স ২৫ সপ্তাহ। অর্থাৎ মায়ের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে সবে। ভ্রূণের শিরদাঁড়ায় জটিল রোগ মাইলোমেনিনগোসেল ধরা পড়েছে তার দিন কতক আগেই। যে রোগে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড।

স্পাইনাল কর্ড হল দেহের সমস্ত স্নায়ুর নিয়ন্ত্রক বা স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র। যা সাধারণত এক বিশেষ আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে মেরুদণ্ডের ভিতরের ফাঁপা অংশে। এ রোগে সুষুম্নাকাণ্ড তার আবরণ সমেত মেরুদণ্ডের কোনও একটি ফাঁকা অংশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে শরীরের বাইরে। এই রোগে শিশুর হাঁটাচলার সমস্যা থেকে শুরু করে মলমূত্র ত্যাগের সমস্যা, এমনকি মস্তিষ্কে জল জমার মতো গুরুতর সমস্যাও হতে পারে। দিল্লি এইমসের চিকিৎসকেরা সেই সমস্যারই সমাধান করেছেন।

সীমান্ত সুরক্ষা প্রসঙ্গে বিগত সরকারকে একহাত নিলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সীমান্ত সুরক্ষা এবং বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় রবিবার আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া হয়নি এবং তৎকালীন সরকারের আচরণ দেখে মনে হতো তারা যেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে। এদিন বিএসএফ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আগের সরকারের অসহযোগিতার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিস্তীর্ণ অংশ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল।



তৎকালীন সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মমতা সরকারের গতিবিধি দেখে মনে হত তারা বিএসএফ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমেছে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করে বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু পূর্বতন সরকারের আমলে সেই সমন্বয়ের পরিবর্তে বারবার সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ-এর যে জমি প্রয়োজন ছিল, তা আটকে রাখা হয়েছিল বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। তবে বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান সুকান্ত মজুমদার। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যার ফলে সীমান্ত সুরক্ষা আরও মজবুত হবে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হবে। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হল বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

দক্ষিণবঙ্গে মৃদু শীতের আমেজ, বুধে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাপমাত্রার পতনে মৃদু শীতের আমেজ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা একটু বেশিই অনুভূত হচ্ছে। তবে, শীতের পথে বাধা হতে পারে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হতে চলা ঘূর্ণিঝড়। এর প্রভাবে বুধবারই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।



আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ওপর নতুন করে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে। তা শক্তি বাড়িয়ে তীব্র আকার নিতে পারে। নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টি হবে। ভিজবে কলকাতাও। ঘূর্ণিঝড় শক্তি সঞ্চয় করে বুধবার ভোরের দিকে তীব্র আকার নিতে পারে। কলকাতায় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে বুধবার থেকে। চলবে অন্তত শনিবার পর্যন্ত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সেই পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কিছু কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উপকূলের নিরাপত্তায় নজর, কলকাতায় দু'দিনের জাতীয় সম্মেলন 'সাগর সুরক্ষা ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের সামুদ্রিক সীমান্ত এবং উপকূলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে কলকাতায় বসতে চলেছে জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। আজ ১৬ ও ১৭ নভেম্বর দু'দিন ধরে চলবে 'সাগর সুরক্ষা ২০২৬'। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে বলেই জানা যাচ্ছে। আজ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা। উপকূলীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোই এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই বিষয়ে আয়োজকদের নির্ধারিত মূল ভাবনা, 'উপকূলীয় নিরাপত্তায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন অংশীদারের অংশগ্রহণ ও উপকূলবর্তী জনসাধারণের সম্পৃক্ততা জোরদার করা'। অর্থাৎ, শুধু নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা নয়, উপকূলের বাসিন্দাদের অংশগ্রহণকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ আধিকারিকেরা যোগ দেবেন। এই সম্মেলনে থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, তিন বাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও। দু'দিনের আলোচনায় সামুদ্রিক সীমান্তে নিরাপত্তার বর্তমান পরিস্থিতি, নজরদারির ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং নতুন ধরনের বিপদ মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান, যৌথ অভিযান এবং দ্রুত বিপদ মোকাবিলার ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার বিষয়েও মতবিনিময় হবে। তবে উপকূলবর্তী এলাকায় নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ ক্রমশ বদলাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে কোনও একটি সংস্থার পক্ষে এককভাবে সব বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার অভিজ্ঞতা ও কাজের পদ্ধতি এক জায়গায় এনে একটি অভিন্ন কৌশল তৈরির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই সম্মেলন থেকে বাস্তবায়ন করার মতো যোগ্য কিছু নীতিগত সুপারিশ উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা এবং গোটা উপকূলরেখায় সমন্বিত নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।



বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহান জনজাতীয় নায়ক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী তথা 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' উপলক্ষে রবিবার কলকাতায় তাঁর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আদিবাসী ও জনজাতীয় সমাজের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ৮০ হাজার কোটি টাকার যে নতুন প্রকল্প রয়েছে, এবার পশ্চিমবঙ্গেও আমরা তা বাস্তবায়ন করছি। উল্লেখ্য, এদিন দেশজুড়ে ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষেই রাজ্য বিজেপির তরফে কলকাতায় এই বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখান থেকে রাজ্যের আদিবাসী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন শমীক ভট্টাচার্য।



লঞ্চে চেপে শিল্পাঞ্চলের ছটপুজো বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পবিত্র ছট পুজো উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন ছট পুজোর ঘাট সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। রবিবার বিকেলে তিনি টিটাগড় থেকে লঞ্চে চেপে পুজোর ঘাটগুলো পরিদর্শন করেন। এদিন মন্ত্রী ছটপুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। টিটাগড় থেকে নদীপথে তিনি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ার বাবুঘাটে আসেন। সেখান থেকে তিনি গারুলিয়ার একাধিক জায়গায় পুজোর প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন। মন্ত্রী বলেন, ছঠি মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা, প্রতিটি পরিবার যেন সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। পাশাপাশি ছঠি মায়ের আশীর্বাদে যেন সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। গারুলিয়ায় এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, গারুলিয়া মণ্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় মালো, যুব নেতা আদিত্য সিং প্রমুখ।



নৈহাটির বড় পুকুর থেকে অটোচালকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার সকালে পুকুর থেকে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নৈহাটির আট নম্বর বিজয়নগরে। মৃতের নাম বাপি দত্ত। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন। তিনি ১ নম্বর বিজয়নগরের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে বড় পুকুরে অটো চালকের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দা বেলা বিশ্বাস জানান, দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন অটোচালক বাপি দত্ত। এদিন সকালে তাঁকে বড়পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। বেলা দেবীর অনুমান, বাপি অত্যাধিক নেশাভান করতেন।

জগৎবল্লভপুরে অবৈধভাবে ৯টি গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায় অবৈধভাবে গবাদি পশু পরিবহণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ আসগর আলি (৫২)। তিনি জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি গাড়িতে করে ৯টি গবাদি পশু নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গবাদি পশু পরিবহণের বৈধ নথি দেখতে চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে পারেননি। এরপরই পুলিশ পদক্ষেপ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ গাড়ি-সহ ৯টি গবাদি পশু বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ছটপুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে গোলাপ জল ছড়ানোর উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছট পুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। পুজোর সময় ঘাটগুলিতে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, সেই লক্ষ্যে গোলাপ জল ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে, যেখানে ছট পুজোর আয়োজন করা হয়, সেখানে পুরসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ কার্যকর করা হয়।

পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আগেই জানিয়েছিলেন, ছট পুজো উপলক্ষে সমস্ত ঘাটে দুর্গন্ধ দূর করতে গোলাপ জল ছড়ানো হবে। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে গোলাপ জল ছড়ানোর কাজ শুরু হয়। ছট পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।



ছটপুজো উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবরের মতো বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল সুভাষ সরোবর। ছবি: অদিতি সাহা

ছটপুজোয় বাজারে আগুন, ফল ও সবজির চড়া দামে নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ভোর হওয়া মাত্রই সূর্যদেবতা ও ছঠি মাইয়ার আরাধনায় মেতে ওঠেন ছটের ব্রতীরা। কিন্তু উৎসবের এই আনন্দঘন পরিবেশের মাঝেও কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বাজারদর। ছটপুজো চলাকালীন কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন খুচরো বাজারে পুজোর সামগ্রী, বিশেষ করে ফলমূল ও শাকসবজির দাম আকাশছোঁয়া। বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগানের টান এবং উৎসবের মরশুমকে কেন্দ্র করে আচমকা মূল্যবৃদ্ধিতে পকেটে টান পড়েছে সাধারণ ক্রেতাদের। তবে রবিবার সকাল থেকেই শহরের যদুবাবুর বাজার, কসবা, হাতিবাগান এবং মানিকতলা সহ বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা চোখে পড়েছে। তবে কেনাকাটা করতে এসে রীতিমতো হোঁচট খাচ্ছেন মানুষজন। ছট পুজোর অন্যতম প্রধান উপকরণ হল নানা ধরনের মরশুমি ফল ও সবজি। কিন্তু বাজারে পা রাখতেই দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি পণ্যের দামই স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দেড় থেকে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। এদিন বাজার ঘুরে দেখা গেল, একটি বাতাবি লেবু বিকোচ্ছে প্রায় ১০০ টাকায়। অন্যদিকে, শাঁকালু ও রাঙালুর কেজি প্রতি দাম পৌঁছেছে ২০০ টাকায়। বেদানা বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি দরে এবং আপেলের দাম ১০০ টাকা ছুঁয়েছে। কমলালেবুর মান ভেদে কেজি প্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা হাঁকা হচ্ছে। পুজোর অপরিহার্য উপকরণ নারকেলের দাম প্রতি পিস ৫০ থেকে ৮০ টাকায় পৌঁছেছে, যা কয়েকদিন আগেও অনেকটাই কম ছিল। পাশাপাশি, আখ ২০ টাকা পিস এবং কলার ছড়া বা থোকা ৪০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ফলের পাশাপাশি সবজির বাজারেও একই ছবি। ছটের প্রসাদ ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বরবটি বিকোচ্ছে প্রায় ৮০ টাকা কেজি দরে। মুলোর দাম কেজি প্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এছাড়াও, ঠেকুয়া তৈরির অন্যতম মূল উপকরণ গুড় বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৮০ টাকা কেজি দরে। যদিও উৎসব মরশুমে আচমকা এই মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ক্রেতারা। হাতিবাগান বাজারের এক



ক্রেতার কথায়, বাধ্য হয়েই বেশি দামে জিনিসপত্র নিতে হচ্ছে। তবে গতবারের তুলনায় এবার সব কিছুর দামই অনেকটা চড়া, ফলে বাজেটের মধ্যে সব সামগ্রী কেনা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, বিক্রেতাদের দাবি, পাইকারি বাজার থেকেই তাঁদের বেশি দামে মাল কিনতে হচ্ছে। পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি এবং উৎসবের কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় খুচরো বাজারে তার প্রভাব পড়েছে। দাম বেশি হওয়ায় আগের বছরগুলোর তুলনায় ক্রেতারা পরিমাণে কিছুটা কম জিনিস কিনছেন বলেও জানান অনেক ব্যবসায়ী।

মেট্রো প্রকল্পের পথ প্রশস্ত, আধুনিক কাঠামোয় স্থানান্তরিত ঐতিহ্যবাহী ময়দান মার্কেট

দেবাশিস দে ● কলকাতা

কলকাতার পরিবহণ মানচিত্রে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে মেট্রো রেলওয়ের পার্পল লাইন সম্প্রসারণের কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। দীর্ঘ সাড়ে তিনবছরেরও বেশি সময়ের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হল ঐতিহ্যবাহী ময়দান মার্কেটের (বিসি রায় মার্কেট) সমস্ত দোকান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জমিতে অবস্থিত এই বাজারের ৫২৮টি স্টলই পুরনো ভবন ছেড়ে ব্যবসায়ীদের জন্য নবনির্মিত আধুনিক কাঠামোয় চলে গিয়েছে। এর ফলে বহুল প্রতীক্ষিত এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন নির্মাণের পথে দীর্ঘদিনের জটিলতা কেটে গিয়ে কাজ শুরুর পথ সম্পূর্ণরূপে প্রশস্ত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন নির্মাণের স্বার্থে বাজারের দোকানগুলি অস্থায়ীভাবে সরানোর জন্য অনাপত্তিপত্র বা এনওসি চেয়ে প্রস্তাব জমা পড়েছিল। পরবর্তীতে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) এবং লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি)-এর যৌথ উদ্যোগে পুরনো ভবনের দক্ষিণ দিকে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সুপরিকল্পিত নতুন কাঠামো তৈরি করা হয়। গত ১৫ অক্টোবর থেকে ব্যবসায়ীরা ধাপে ধাপে নতুন বাজারে নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেন এবং ইতিমধ্যেই সমস্ত দোকান স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।



শনিবার দুপুরে আরভিএনএল এবং এলঅ্যান্ডটি-র পদস্থ আধিকারিকদের একটি দল পুরনো বাজার ভবনটি পরিদর্শন করেন। শহরের ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই বাজারের ব্যবসায়ীরাও উন্নয়নের এই কর্মকাণ্ডে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্টল মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক কিশোর মঙ্গলানি জানিয়েছেন, স্থানান্তরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই পুরো প্রক্রিয়ায় আরভিএনএল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে। নতুন জায়গায় ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই তাঁদের ৭২ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোরও সফল আয়োজন করেছেন, যা নতুন পরিকাঠামোর প্রতি তাঁদের আস্থারই প্রতিফলন। যদিও কিছু আনুষ্ঠানিকতা এবং নতুন বাজারে প্রতিশ্রুত কয়েকটি সুযোগ-সুবিধার কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় পুরনো ভবনের চাবি এখনও ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে বাকি কাজগুলিও সম্পন্ন করছে। পুরনো বাজার ভবনটি ভেঙে ফেলা হলেই এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মূল নির্মাণকাজ পুরোদমে শুরু হবে। বর্তমানে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত ৭.৭ কিলোমিটার অংশে মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে। আগামী দিনে একদিকে যেমন ২৬.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পার্পল লাইনটি ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে, অন্যদিকে জোকার দক্ষিণ প্রান্তে আরও ১.৭ কিলোমিটার পথ সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এর ফলে দক্ষিণ শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হবে এবং মেট্রোর যাত্রী সংখ্যাও বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনের সদিচ্ছা ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতায় শহরের ঐতিহ্য ও আধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের এই মেলবন্ধন কলকাতাবাসীর কাছে এক বড় প্রাপ্তি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

ADMISSION OPEN 2026-27
BENGAL EDUCATION OF PHARMACY
Kandi, Murshidabad, WB - 742140
D.PHARM- 2 YEARS
Eligibility: 10+2 Science (PCB/PCM)
Last date of form issue: 23rd November.
Contact: 7601932023
Email: bengal.eop@gmail.com
Website: www.bengaleducationofpharmacy.org

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল বেলারানী ওঝা স্বামী পরিমল ওঝা সাং- মহেশপুর, পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা , জেলা- হুগলী , পিন-৭১২১০২ বিগত ইংরাজী ৩ রা ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে এ. ডি. এস. আর- চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ২৮৫ /২০২০ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রদীপ কুমার সিকদার পিতা- কার্তিক চন্দ্র সিকদার এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা, মৌজা- মহেশপুর , জে.এল নং- ৭৬, হাল খতিয়ান নং ১৩৩৮ , সার্বেক ও হাল দাগ নং- ৭৮২ কলাবাগান জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১.৬৫ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে রুনু বিশ্বাস পিতা তারক নাথ বিশ্বাস ৩৩ /২০২০ নং আমমোক্তার দলিল মূলে প্রদীপ কুমার সিকদার পিতা কার্তিক চন্দ্র সিকদার কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা এ. ডি. এস. আর চুঁচুড়া অফিসে ০৯/০১/২০২০ তারিখে রেজিষ্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

LOSS OF SALE DEED
My client Mahabbat Khan, S/o- Sahabuddin Khan, Vill+Post-Kalla, P.S.-Chandrakona Dist-Paschim Medinipur, Pin-721201, he has lost said Original Sale Deed register by A.D.S.R.Chandrakona being Gift Deed No.-7151, Dated 12/11/2014. He lost said deed from Chandrakona Bus stand on 05/10/2026 at about 10 A.M. He makes an AFFIDAVIT before 1st class Judicial Magistrate, Ghatal on dated 06/11/2026, Serial No-126 and he also filed a written complaint on 07/11/26 at Chandrakona Police Station GD No.302, Mouja- Kalla, JL No 076, Khatian No.661, Dag No.558, area 2 decimal Bastu land recorded in Book No.1, Volume No.58, Page from 1419 to1430. If anyone found this, please contact me Amit Kumar Das (Advocate Judges Court) Paschim Medinipur within 15 days. Mob- 9932229792.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী বানী মুর্মু**, স্বামী শিবরাম মুর্মু ওরফে শিবরাম, তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত, সাকিম নবিনা, চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা ১) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৭ নং জে.এল. ভুক্ত, নবীনা মৌজায়, হাল এল.আর. ৩১১ নং খতিয়ানে, এল.আর. ২১১ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ২৪ শতক, ২) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৬ নং জে.এল. ভুক্ত, দরবেশপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ১০৭৯ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৩৯৩ নং দাগে শালি জমি, ০.০৬২৬ অংশে ১৭ শতক ও এল.আর. ৩৯৯ নং দাগে শুনা জমি, ০.২৫০০ অংশে ০৫ শতক, এবং ৩) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৯ নং জে.এল. ভুক্ত, গোবরা মৌজায়, হাল এল.আর. ১০৩৭ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৪৩৫ নং দাগে শালি জমি, ০.১২০৩ অংশে ১৭ শতক, সম্পত্তি তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তপশীলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং-৮০০১১৪৪০২৪) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, উকিলবাবু, চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়,পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ২০২৬, ২৯ কার্তিক ১৪৩৩, সোমবার



আসন্ন গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধি রোডের নগরকীর্তনে অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি: অদিতি সাহা

পানিহাটিতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মৃত্যু কর্মীর, নব্য বিজেপিকে দায়ী করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানিহাটি: বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি। সোদপুর সাইডিং বাজারে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি সম্পাদক রুমা সাহার স্বামী অরূপ সাহার। তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, সোদপুর বাজারে কয়েকজন যুবকের অশালীন আচরণের প্রতিবাদ করায় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রুমা সাহা ও তাঁর স্বামী। সেই সময়ই দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অরূপ। রবিবার সকালে মৃতের বাড়িতে যান পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এই ঘটনায় জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, বাইরে থেকে আসা কিছু নেতার মদতেই এলাকায় অশান্তি ছড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে তিনি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।



ওই ঘটনায় বিজেপির অন্দরে কোন্দলের অভিযোগ উঠেছে। মৃতের স্ত্রী, বিজেপি নেত্রী রুমা থেকে বিধায়ক রত্না দু'জনেই বলছেন, 'নব্য বিজেপি'র জন্য এই অশান্তি। ভোটের ফলপ্রকাশের পর তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে অনেকে অরাজকতার সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। অরূপের মৃত্যুর জন্যও রত্না দায়ী করেছেন 'তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা' কর্মীদের। এবং তাঁদের দলে নেওয়ার জন্য বিজেপি নেতৃত্বের একাংশকে দুষেছেন তিনি। মৃত বিজেপি কর্মীর সন্তানদের কাঁদতে দেখে চোখের জল ধর রাখতে পারেননি বিধায়ক। নিজের মেয়ের প্রসঙ্গ টানেন আরজি করের নির্যাতিতার মা। রত্নার কথায়, 'এই পরিবারের জন্য আমিই দায়ী। আমার মনে হচ্ছে, বিজেপি যদি না জিতত তাহলেই বোধহয় ভালো হত...।' বিধায়ক আরও বলেন, 'এদের বাবা চলে গেল। আমার মেয়েটা চলে গেল...।'

মৃত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী রুমাদেবী জানান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে কাঁকিনাড়ার দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় বাজারে কয়েকজন যুবককে একটি দোকানের সামনে বচসা করতে দেখে তাঁদের ডেকে কী হয়েছে জানতে চান। পরে অশান্তি মিটিয়ে সকলকে বাড়ি যেতে পরামর্শ দিয়ে নিজেও বাড়ি ফিরে যান। পরে বিষয়টি বিধায়ককে জানানোর আশ্বাসও দেন। কিন্তু তিনি বাড়ি ফেরার খানিক পরেই গন্ডগোল হচ্ছে বলে একটি ফোন পান। পরে স্বামী অরূপ সাহাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান রুমাদেবী ছিলেন। ঘটনাস্থলে রাজদীপ, রাজা তহশিলদার, সুরজিৎ বিশ্বাস ওরফে ননী-সহ প্রায় ৪০-৫০ জন যুবককে দেখতে পান। তাঁদের মধ্যে নির্মল ঘোষের অনুগামীরাও ছিলেন। পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলে রাজা তহশিলদার ও কয়েকজন আমার দিকে তেড়ে আসেন। আমার স্বামী তাই দেখে প্রতিবাদ করেন। তখন রাজা তহশিলদার-সহ কয়েকজন ওর বুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন।' রুমাদেবীর দাবি, তাঁকেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি থানায় ফোন করেন। কিন্তু থানার আইসি তাঁকে পুলিশ কমিশনারেটে ফোন করতে বলেন। পরে স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। বাড়িতে ফেরার পর অরূপের চোখ-মুখ উল্টে যায়। কথা বলার মতো শক্তিও ছিল না।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রতিশোধ, দুই পোষ্যকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতার বিক্রমগড়ে। সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে যুক্ত ছিল আর্থিক বিবাদও। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষোভের ভয়াবহ পরিণতি দেখা গেল কলকাতার বিক্রমগড়ে। লিভ-ইন সঙ্গী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর পোষ্যদের উপর হামলা চালিয়ে দু'টিকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলার অভিযোগ। এই ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সঞ্জীব ভট্টাচার্য। যদিও এই বিষয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে,



পেশায় ডিজে ওই তরুণী দীর্ঘদিন ধরে বিক্রমগড়ের একটি বাড়িতে থাকতেন। বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে তাঁর পরিচিত মহলও ছিল। ওই অভিযুক্ত যুবকের ওই বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সম্প্রতি তা ভেঙে যায়। শনিবার তাঁদের মধ্যে নতুন করে অশান্তি হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযুক্তের দাবি, বিবাদের পর ওই তরুণী তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। তবে নিজের পোষ্য কুকুর ও বিড়ালগুলিকে বাড়িতেই রেখে যান তিনি। তার আরও অভিযোগ, প্রেমিকার চলে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ যুবক সেই রাগ নিরীহ প্রাণীগুলির উপর উগরে দেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, দু'টি পোষ্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। একটির মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়। অন্যটিকেও ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে মারা হয় বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়। আরও কয়েকটি পোষ্যকে মারার জন্য জল ফুটিয়ে তাদের গায়ে ঢেলে দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন ধৃত ওই অভিযুক্ত। গোটা ঘটনার কথা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে নিজের পরিকল্পনার কথা তিনি স্বীকার করেন বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বিক্রমগড়ের ওই বাড়িতে পৌঁছয়। সেখান থেকেই অভিযুক্তকে আটক করা হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে কেন তরুণী পোষ্যদের বাড়িতে রেখে চলে গেলেন, তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব কার হাতে ছিল, সেই প্রশ্নও উঠছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। নিজেদের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং টাকার বিবাদের জেরে নিরীহ প্রাণীদের উপর এমন আক্রমণের অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পশুপ্রেমীরাও। পুলিশ এখন পুরো ঘটনার পরিস্থিতি ও অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে।

দূষণে দিল্লির পরেই কলকাতা, ছটপুজোর সকালে বিষাক্ত বাতাসে ঢাকল শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির পর দেশের দূষিত শহরগুলির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল কলকাতা। রবিবার সকালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই ২০০-র গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও তা ২৩২-এ পৌঁছেছে। ছটপুজোর আবহে গঙ্গার ঘাটে যখন ভিড় জমেছে, তখনই দূষণের চাদরে ঢাকা পড়েছে কলকাতা ও শহরতলির আকাশ। এদিন সকালে বাতাসে অতি সূদ ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে চিকিৎসকদেরও। একদিকে দীপাবলি ও কালীপুজোর সময় বাজির ধোঁয়ায় দূষণ বাড়ার আশঙ্কা ছিলই। সেই উৎসবের এক সপ্তাহ পরেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। রবিবার সকালে দিল্লির একিউআই ছিল ৩৮৪। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সেই সূচক ঘোরাফেরা করেছে ২১২ থেকে ২৩২-এর মধ্যে। ফলে দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতার দূষণ পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। যদিও শহরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেনিয়াপুকুরে। সেখানে একিউআই পৌঁছেছে ২৩২-এ। সেখানে বালিগঞ্জে ২১৯, সল্টলেকের বিজে ব্লকে ২১৮ এবং ইই ব্লকে ২১৬। এছাড়াও বোসপুকুর ও চক্রবেড়িয়াতেও দূষণের সূচক ২১৬। ফোর্ট উইলিয়াম ও ঘোষবাগানে তা ২১৫। এই তালিকায় আছে দৌলতপুর, সেখানে ২১৪, ঢাকুরিয়া ও বাঁশুরিবাগানে ২১৩, এলগিন রোডে ২১২ এবং বিধাননগরে ২১১ একিউআই রেকর্ড করা হয়। দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় সূচক ২০৫ এবং ভবানীপুরে একিউআই ২০৪। তুলনায় উত্তর কলকাতার কাশীপুরের পরিস্থিতি



কিছুটা ভালো হলেও সেখানে একিউআই ১৯৪। অর্থাৎ শহরের ওই এলাকাতেও বাতাস স্বাস্থ্যকর নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও কলকাতার তুলনায় দেশের অন্যান্য কয়েকটি বড় শহরের পরিস্থিতি কিছুটা ভালো। রবিবার সকালে আহমেদাবাদে একিউআই ছিল ১৯১, মুম্বইয়ে ১৮১, চেন্নাই ও পুনেতে ১৭৪। হায়দরাবাদে ১৪৮ এবং বেঙ্গালুরুতে ১৩১। যদিও এই দূষণের অন্যতম কারণ বাতাসে ভাসমান অতি সূদ ধূলিকণা। রবিবার কলকাতায় প্রতি ঘনমিটার বাতাসে পিএম২.৫-এর গড় পরিমাণ ছিল ১৩৬ মাইক্রোগ্রাম। পিএম ১০-এর মাত্রা ছিল ১৬৫ মাইক্রোগ্রাম। বেনিয়াপুকুরে পিএম২.৫-এর পরিমাণ আরও বেড়ে ১৫৭ মাইক্রোগ্রামে পৌঁছয়। বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রাও ছিল ৫৫৬ পিপিবি। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একিউআই ২০১ থেকে ৩০০-র মধ্যে থাকলে বাতাসকে খুব খারাপ বা অস্বাস্থ্যকর বলে ধরা হয়। এই পরিস্থিতিতে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা মানুষের ঝুঁকি বেশি। অন্যদিকে, একিউআই ৩০১ থেকে ৪০০ হলে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছয়। তবে দূষণের প্রভাব নিয়ে সতর্ক করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই। তাঁর কথায়, বাতাসে অতি সূদ ধূলিকণা বা পিএম ২.৫-এর মাত্রা বেড়ে গেলে, তা সরাসরি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে। এর ফলে শিশু ও প্রবীণদের পাশাপাশি হাঁপানি এবং সিওপিডি-তে আক্রান্তদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। সুস্থ মানুষেরও গলা ব্যথা, শুকনো কাশি ও চোখে জ্বালাভাব দেখা দিতে পারে। অপরদিকে চিকিৎসক দলুইয়ের পরামর্শ, খুব প্রয়োজন না-পড়লে, বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন নেই। আর বেরোলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ছটপুজোর আবহে রবিবার ও সোমবার গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে মানুষের সমাগম হওয়ার কথা। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পুণ্যার্থীদের ভিড় আরও বাড়বে। তার মধ্যেই কলকাতার বাতাসের এই অবস্থা নতুন করে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি করছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বরানগর খুনের রহস্যভেদ করতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ, ধরমবীরের থেকে উদ্ধার তরুণীর ফোন-গয়না

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বরানগরের তরুণী অঞ্জলি সাউ খুনের তদন্তে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে ধৃত ধরমবীর কুমারকে ক্রমাগত জেরা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। দিল্লি থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনার পর ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের নির্দেশে আপাতত পুলিশ হেপাজতে আছে এই অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই ধৃতের কাছ থেকে মৃতা তরুণীর মোবাইল ফোন, সোনার গয়না এবং একাধিক ব্যাঙ্কের কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেদিন খুনের রাতের ঘটনাক্রম জানতে ধরমবীরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনাও করছেন তদন্তকারীরা, বলেই বরানগর থানা সূত্রের খবর।

যদিও পুলিশের হাতে আসা তরুণীর মোবাইল ফোনটি এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। খুনের পর ফোনটি কেন নিজের কাছে রেখেছিল অভিযুক্ত, তা জানার চেষ্টা চলছে। ফোন থেকে কোনও কথোপকথন, ছবি বা প্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে কি না, তা জানতে সেটি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মৃতার উদ্ধার হওয়া গয়না ও ব্যাঙ্কের কার্ড কী কারণে অভিযুক্তের কাছে ছিল, সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তবে তদন্তের পরিধি শুধু উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই। খুনের দু'দিন আগে ধরমবীর কেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। এই ঘটনায় সে একাই জড়িত, নাকি অন্য কেউ তাকে সাহায্য করেছে, তা-ও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। যদিও অনলাইন গেম পাবজির সূত্রে অঞ্জলির সঙ্গে ধরমবীরের পরিচয় হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। সেই সম্পর্কের মধ্যে অন্য কারও উপস্থিতি ছিল কি না, অথবা ব্যক্তিগত বিবাদের জেরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার রাতে বরানগরের একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর আরও রহস্য তৈরি হয় মৃতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। এই বিষয়ে পরিবারের দাবি, অঞ্জলির মৃত্যুর পরেও তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন ও মেসেজ এসেছিল। বিষয়টি মৃতার ভাই পুলিশকে জানান, প্রথমে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি ওই নম্বর থেকে 'হাই' লিখে বার্তা পাঠায়। কে কথা বলছেন, তা জানতে চাইলে ওই ব্যক্তি জানায়, কী জানার ইচ্ছা আছে জলদি বলুন, সব বলে দেব। নাহলে ফোন সুইচ অফ করে দেব। এরপর পরিবারের উদ্দেশে হুমকির সুরে সে বলে, তাদের আশপাশেই সে আছে, কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। তারপরই সেই মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয় অভিযুক্ত।

'জোর করে ধর্ম বদলালে ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা থাকবে'

ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে মিশনারি স্কুলকে কড়া বার্তা শমীকের



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকলেও জোর করে কারও ধর্ম পরিবর্তন বা ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না। এই ধরনের কাজ চললে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার পরিচালকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেন তিনি। এই বিষয়ে শমীক স্পষ্ট অভিযোগ করে বলেন, কলকাতার একটি নামী খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ আসানসোল ও বর্ধমান এলাকায় ধর্মান্তকরণের কাজে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি অভিজাত কলেজ আছে কলকাতা শহরে। তাঁর যিনি অধ্যক্ষ, তিনি আসানসোল-বর্ধমানে ধর্মান্তকরণের কাজ করছেন। এটা চলতে দেওয়া যাবে না। তবে ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করছেন না বলেও এদিন নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি স্পষ্ট বলেন, আমরা কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরোধী। খ্রিস্টধর্ম ইচ্ছামতো পড়াতে পারেন। কিন্তু জোর করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুদের বিরোধিতা করা হলে সংশ্লিষ্ট স্কুল এবং পরিচালকদের পরিণতি ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শমীকের কথায়, তাহলে সেই স্কুল ও যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁদের ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা থাকবে। এদিন কলকাতার একটি স্কুলের ভিতরে পাকিস্তানের পতাকা রাখার অভিযোগও তোলেন শমীক। তিনি বলেন, একজন স্কুলের আধিকারিক পাকিস্তানের পতাকা রেখে দিয়েছেন স্কুলের ভিতরে, এই কলকাতা শহরে। সংশোধিত হন। পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস চলতে দেব না, যে যত বড় শক্তি হোক। এই প্রসঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, আপনাদের যত খ্রিস্টান মিশনারি আছে, রাস্তায় নামতে পারেন। এদিন একই সঙ্গে গৈরিকের সমালোচনা নিয়েও কড়া অবস্থান জানান তিনি। শমীকের বক্তব্য, আমরা কোনও ধর্মের বিরোধী নই। কিন্তু আমাদের দেশে-আমাদের রাজ্যে বসে গৈরিকের সমালোচনা করবেন, এটা চলতে দেব না। তাঁর অভিযোগ, ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার এত বছর পরেও কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানসিকতা রয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা এখানে এসেছেন, আপনাদের এখানে প্রতিষ্ঠান আছে, ক্যাথলিকরা আছেন, আপনারা ধর্মমত প্রচার করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা বাবরের সরকার নয়। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন সরকার আছে। ধর্মপ্রচার ও জোর করে ধর্মান্তকরণের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে এদিন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, কোনও ধর্মের প্রচারে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু ধর্মান্তকরণের অভিযোগ উঠলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

দায়িত্ব পালনে একাগ্রতাই আসল, প্রধানমন্ত্রীর উদাহরণ টেনে বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোনো নির্দিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী হতে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর নিষ্ঠা থাকা জরুরি, তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে সব বিষয়েই সমান মনোযোগী ও নিবেদিতপ্রাণ হতে হয়। রবিবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধের কথা তুলে ধরলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. শরদ্বৎ মুখোপাধ্যায়। নিজের পেশাগত পড়াশোনার বিষয়েই যে তিনি মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও ধন্যবাদ জানান তিনি। এদিনের বক্তব্যে নিজের দপ্তরের প্রসঙ্গ টেনে সেই বিষয়ে যেমন নিবেদিত হতে হয়, তেমনি শীর্ষ নেতৃত্বে থাকলে সব ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ শাসনকাল এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রী হতে গেলে সেই বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ হতে হয়। আর প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে সব বিষয়েই নিবেদিত হতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীও কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অংশ নন। এই সবকিছুর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী।দ দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী



স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর সেই স্বাস্থ্য দপ্তরেরই দায়িত্ব পাওয়া তাঁর কাজকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। তবে রাজনীতিতে সব সময় এমনটা ঘটে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিন নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমার জন্য বিষয়টা খুব সহজ করে দিয়েছেন, কারণ আমি যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছি, সেই বিষয়েরই মন্ত্রী হতে পেরেছি। অবশ্য এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা এক বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে অন্য বিষয়ের মন্ত্রী হয়েছেন। তবে প্রশাসনিক সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে একাগ্রতার ওপর বিশেষ জোর দেন মন্ত্রী। তাঁর মতে, কোনো নির্দিষ্ট দপ্তর সামলাতে হলে দেশকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তা অকল্পনীয় বলে মন্তব্য করেন ডা. মুখোপাধ্যায়। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ না হয়েও প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে বলে তিনি দাবি করেন। আগামী দিনে ভারত আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, দিল্লির মসনদে বসে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারত পরিচালনা করছেন। আজ তিনি হিন্দুস্তানকে যে জায়গায়, যে শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন, তা কল্পনাতীত। তিনি কোনো অর্থনীতিবিদ নন, তবুও তাঁর নেতৃত্বে ভারত আজ অর্থনৈতিক দিক থেকে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আমার মনে হয়, চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পর আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাবে।

ক্ষমতার পালাবদলের পরেও তোলাবাজি বন্ধ করতে 'এক বছর' সময় চাইলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার বদলেছে। কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগ এখনও পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি। নতুন সরকারের আমলেও এই সমস্যা থেকে গেছে বলে প্রকাশ্যেই স্বীকার করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এই বিষয়ে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এই প্রবণতা বন্ধ করতে সরকারকে আরও সময় দিতে হবে। তাঁর কথায়, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেও তোলাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। নতুন সরকারকে তোলাবাজি বন্ধ করতে এক বছর সময় দিতে হবে। এটা শুধু বিরোধীদের অভিযোগ নয়, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র রাসবিহারীর পরিস্থিতিও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সেখানেও এখনও পুরোপুরি তোলাবাজি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রবণতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত একাংশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ নয় বলেও মনে করেন তিনি।



এই প্রসঙ্গে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র রাসবিহারীতেও একশো শতাংশ তোলাবাজি বন্ধ করা যায়নি। কিন্তু তোলাবাজি বন্ধ করতে যা করা দরকার, তা আমি করেছি। তারপরও সম্পূর্ণ সাফল্য পেয়েছি, এটা বলার সময় এখনও আসেনি। অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের আগে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি দমদমের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, দলের পরিচয় অন্যায়কে আড়াল করার ঢাল হতে পারে না। বিজেপির কোনও কর্মী অন্যায় করলে তাঁর বিরুদ্ধেও থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেন তিনি। এই বিষয়ে শমীকের জানান, কাউকে অন্যায় করতে দেখলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিজেপির কোনও কর্মী যদি অন্যায় করেন, তাহলে অন্যদের তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় দেখলে চলবে না। কোনও অরাজকতা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি দলের ভিতরেও বিষয়টি জানাতে বলেন রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, কেউ অন্যায় করলে সে কথা আমায় জানান। আমি ব্যবস্থা নেব! পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পরপর দুই বিজেপি নেতার একই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে তোলাবাজি বন্ধের প্রশ্নে সরকারের অন্দরেই যে আরও কাজ বাকি, অর্থমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হল।

সম্পাদকীয়

মোবাইল ফোন থেকে বিপদ আরও বাড়ছে, চাই আরও সতর্কতা

সমস্যার নাম মোবাইল ফোন। দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যা মেটালেও উল্টোদিকে যা বাড়িয়ে দিয়ে আরও অনেক সমস্যা। গোটা পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে আর একে সমস্যা বলা যাচ্ছে না, ক্রমশ বড় বিপদ হয়ে উঠছে মোবাইল ফোন। বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় সতর্কতা উড়িয়ে ঘরের বাচ্চাদের হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোন। তাদের চোখ সারাক্ষণ মোবাইল স্ক্রিনে। সারাদিন তারা কী দেখছে বেশির ভাগ অভিভাবকরা তা জানেন না, জানার চেষ্টাও করেন না। বিপদটা শুরু হচ্ছে এই খান থেকেই। কারণ, কীসের থেকে কোন বিপদ আসতে পারে এটা আমরা মানে, বেশির ভাগ অভিভাবকরাই জানি না।আর সমস্যাটা শুরু হচ্ছে এখান থেকেই। মোবাইল ফোন নিয়ে অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে তারা কী দেখছে, কী করছে, তা পরিবারের লোকেরা জানে না। আর সেটা যে কতবড় বিপদ ডেকে আনতে পারে সেটা দেখিয়ে দিয়ে গেল বরানগরের ঘটনা। সম্প্রতি বরানগরে বন্ধ ফ্লাট থেকে এক যুবতীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় নাড়া দিয়েছে জনমানসে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়ে ওই যুবতী মোবাইল ফোনে গেমিংয়ে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই গেমিংয়ের সূত্রে ভিনরাজ্যের অনেকের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাদের কোনও একজনের সঙ্গেই গেম খেলার কোনও শর্ত নিয়ে তাঁর মতবিরোধ হয়। শুধু মতবিরোধই নয়, দুজনের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের কথাও তদন্তে উঠে আসছে। সেই বিরোধের জেরেই এই করুণ পরিণতি কিনা তা নিশ্চিত ভাবে বলবার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু সর্বনাশা মোবাইলের যে এই ঘটনায় বড়সড় ভূমিকা রয়েছে তা এরই মধ্যে স্পষ্ট। আর তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নানা চমকে দেওয়ার মতো তথ্য সামনে আসছে। সবমিলিয়ে একটা বিষয় একদম স্পষ্ট, যে সব বিষয়গুলি তদন্তে উঠে আসছে তা প্রচণ্ড বিপজ্জনক। কারণ, মোবাইল গেম সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষেরই কোনও ধ্যানধারণা নেই। সেখান থেকে কী ধরনের বিপদ আসতে পারে সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা সাধারণ লোকজনের। ফলে একটাই রাস্তা, তা হল বাড়ির ছোটদের যতটা সম্ভব মোবাইল থেকে দূরে রাখা। এর সঙ্গে মোবাইলে তারা কে কখন কী করছে, তার ওপর যতটা সম্ভব নজর রাখার চেষ্টা করা। এভাবেই এই জাতীয় অযাচিত বিপদগুলো এড়াতে পারি।

শব্দছক ৩১৩

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. সূর্য ৩. কলুষ ৫. মূর্খ ৬. একের পর ধারা ৮. প্যাঁচড়া-জাতিয় অসুখ ১০. তারকা ১২. কামদেব ১৪. কাব্য অনুযায়ী আমার ১৫. গঙ্গার অষ্ট পুত্র ১৬. বয়ে যাওয়া নদী ১৮. অতি সাধারণ ১৯. কর্ণ ২০. ওজন ২২. নাসিকা ২৩. বাহান্ন কার্ডের খেলা ২৪. অশ্বত্থ-বট জাতিয় গাছ

ওপর-নিচ: ১. বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ২. কুমীর ৪. অ-কলুষিত ৫. পার নেই যার ৭. মনকে মোহিত করে যা ৮. অতি বাচ্ছার মত আচরণ ৯. সাধু ১১. ফোঁটায় ফোঁটায় নিসৃত ১৩. ব্যাধ ১৬. সশব্দে তিরস্কার ১৭. প্রদীপ ১৮. দিনমণি ২১. ধ্বনি বা আওয়াজ ২২. পৌত্র

সমাধান ৩১২ — পাশাপাশি: ১. পাতা ৩. তনিমা ৬. ললনা ৮. তট ৯. ইতর ১০. পাকাল ১২. তরী ১৩. বাট ১৪. বহুতর ১৬. কেতন ১৮. গোল ১৯. রজক ২১. ঘোষক ২২. রাম

ওপর-নিচ: ১. পালক ২. তাল ৪. নিমাই ৫. পট ৭. নাবিক ৮. তরতর ১০. পাটকেল ১১. লবনচুষ ১৫. তস্কর ১৭. রকম ১৮. গাদা ২০. জরা

আজকের দিন



- **১৯৪৫** — ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯৮২** — নাসার স্পেস শাটল কলম্বিয়া তার প্রথম কার্যকরী উড্ডয়নের পর অবতরণ করে।
- **২০১৩** — শচীন টেন্ডুলকার মুম্বাইতে তার শেষ ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন।

জন্মদিন



মীনাক্ষী শেষাদ্রী

- **১৯৩০** *বিশিষ্ট সাঁতারু মিহির সেনের জন্মদিন।*
- **১৯২৭** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীরাম লাগুর জন্মদিন।*
- **১৯৬৩** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রীর জন্মদিন।*

দেবী জগদ্ধাত্রী: পুরাণের পাতা থেকে আজ সর্বজনের আরাধ্যা

পূলকরঞ্জন চক্রবর্তী



শারদীয় উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে আরও একটি উৎসবে মেতে ওঠে সারা বাংলা। দীপান্বিতা অমাবস্যার আলোকমালা নিভে আসার পর,

এই তিথিতেই আরাধনা করা হয় জগৎ-পালিকা দেবী জগদ্ধাত্রীর। কলকাতা, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, কৃষ্ণনগর-সহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সাড়ম্বরে পূজিত হন দেবী জগদ্ধাত্রী। 'জগদ্ধাত্রী' শব্দের অর্থ হলো যিনি সমগ্র জগতকে ধারণ করে আছেন। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, তজগদ্ধাত্রীরূপের মানে কী জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়; নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হয়।দ

দেবী জগদ্ধাত্রী হলেন দেবী দুর্গারই এক শান্ত, স্নিগ্ধ ও পালিকা রূপ। 'কাত্যায়নী তন্ত্র' ও 'দেবীভাগবত পুরাণ' অনুসারে, দশপ্রহরণধারিনী মহামায়ার হাতে

মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নির মতো দেবতারা নিজেদের ক্ষমতায় অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন। মহামায়ার শক্তিকে তাঁরা অস্বীকার করতে চাইলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন মহাশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। তাঁদের দর্প চূর্ণ করতে আদ্যাশক্তি মহামায়া একটি তৃণখণ্ড নিক্ষেপ করে তা সরাতে বলেন, কিন্তু কোনো দেবতাই তা নড়াতে সক্ষম হননি। এরপর দেবী তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী রূপে আবির্ভূত হয়ে দেবতাদের অহংকার বিনাশ করেন।

কাত্যায়ণী তন্ত্র মতে দেবী জগদ্ধাত্রী হলেন,
ত্বসিংহস্কন্ধাধিরুঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাম।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবিতিনাম।।
শঙ্খ-চক্র- ধনুর্বানলোচনত্রিতয়ান্বিতাম।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশীংতনুম।।
নারদাদৈমুনির্গ নৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম।
ত্রিবলী বলয়োপেত নাভিলাল মৃণালিনীম ।।
রত্নদীপে মহা দীপে সিংহাসন সমান্বিতে।
প্রফুল্লকমলারুঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম ।।

অন্য একটি কাহিনি অনুসারে, মহিষাসুর যুদ্ধের সময় হস্তী বা হাতির রূপ (করীন্দ্রাসুর) ধারণ করলে দেবী চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী রূপে আবির্ভূত হয়ে চক্র ও তীর-ধনুকের সাহায্যে তাকে বধ করেন। এই কারণে দেবীর বাহন সিংহের পায়ের নিচে একটি হস্তীমুণ্ড বা হাতি দেখা যায়।

পায়ের নিচে মদমত্ত হাতি, তার পিঠে শক্তির প্রতীক সিংহ এবং সিংহের আসনে অধিষ্ঠিত দেবী জগদ্ধাত্রী। এই প্রতিমার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী নির্মলানন্দ জানিয়েছেন, একমাত্র দেবীই পারেন মানুষের অশান্ত ও দিশেহারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তাঁর মতে, মানুষের মন এক উন্মাদ ও অস্থির হাতির মতো, যা সবসময় অহংকার ও কামনা-বাসনায় মত্ত হয়ে থাকে। জাগ্রত বিবেকরূপী সিংহের শক্তির সাহায্যে এই দুরন্ত মনকে দমন করে মহাশক্তি দেবী জগদ্ধাত্রীর চরণে সমর্পণ করতে হয়। মন একবার পুরোপুরি বশীভূত হলেই মানুষের ভেতরে চৈতন্যময়ী দেবীর দিব্য প্রকাশ খুব সহজেই ঘটে।

আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ধর্মীয় উৎসব মনে হলেও, বাংলায় এই পুজোর উদ্ভব, বিবর্তন এবং প্রসারের পেছনে জড়িয়ে আছে প্রাচীন তন্ত্রসাধনা, অষ্টাদশ শতকের টালমাটাল রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, ফরাসি প্রশাসনের উদারতা এবং সাধারণ মানুষের অটুট ভক্তির এক সুদীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস। জগদ্ধাত্রী পূজা বাঙালি হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ উৎসব হলেও এই পুজোর প্রচলন খুব বেশিদিন আগে হয়নি।

বাংলায় জগদ্ধাত্রী পূজাকে জনপ্রিয় ও সর্বজনীন করে তোলার কৃতিত্ব দেওয়া হয় নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কেই। কিন্তু, তিনি এই পুজোর প্রচলন করেননি। প্রামাণ্য গ্রন্থ, প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য এবং আঞ্চলিক ইতিহাস অনুযায়ী বাংলায় দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয়েছিল তারও কয়েকশো বছর আগে। বঙ্গীয় স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণি রচিত 'কালবিবেক' গ্রন্থে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে দেবী জগদ্ধাত্রীর পুজোর প্রাচীনতম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায়। শূলপাণি লিখেছেন, তকার্তিকেই মল পক্ষাস্য ত্রেতাদৌ নবমেয় হনি

পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম।।দ

অর্থাৎ, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতেই জগদ্ধাত্রী দেবীর পুজো হয়।

স্মার্ত পণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির রচনাতেও এই পুজোর বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ শতকে লেখা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'-তে দেবীকে 'বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী' রূপে বন্দনা করা হয়েছে। এছাড়া সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত 'তন্ত্রসার' এবং রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'আগমতত্ত্ববিলাস' গ্রন্থে দেবীর ধ্যানমন্ত্র ও পূজাবিধির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

পালযুগের তন্ত্রবিষয়ক পুঁথিগুলিতেও দেবী জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ আছে। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে দেখা যায় পালযুগে উমা পুজোয় মহা ধুমধাম করে উৎসব হত। পালযুগেরই স্মৃতিসাগর গ্রন্থ যেটি নৃসিংহভট্ট লিখেছিলেন দ্বাদশ শতকে রাজা মদনপালের সময়ে, সেখানে কার্তিক মাসে উমা পুজোর উল্লেখ আছে। এই উমা পুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো যে অভিন্ন, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পুজো শুরু হওয়ার অন্তত এক থেকে দুই শতাব্দী আগেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং পারিবারিকভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো হতো। হুগলি জেলার বলাগড়ের কাছে সোমরা গ্রামে অবস্থিত মহাবিদ্যা মন্দিরটি দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রাচীনতম মন্দির হিসেবে স্বীকৃত, যা ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের বালিগ্রামে প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে আসছে। এছাড়া বর্ধমানের কালনার মীরহাটের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নদিয়ার শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দির (১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং রাঘবেশ্বর মন্দিরের (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ) গর্ভাগে ও দেওয়ালে খোদাই করা দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি প্রমাণ করে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের আগেই নদিয়ায় এই দেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে নদিয়ায় মূর্তিপূজার সূচনার ক্ষেত্রে শান্তিপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।আঞ্চলিক ইতিহাস ও জনশ্রুতি অনুসারে, কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুরামের আমলে শান্তিপুরের হরিপুর সংলগ্ন ব্রহ্মশাসন গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রচূড় তর্করত্ন পঞ্চানন , মতান্তরে তর্কচূড়ামণি দেবী জগদ্ধাত্রীর স্বপ্নাদেশ পান। আঞ্চলিক ইতিহাস অনুযায়ী, তৎকালীন সুরধ্বনি বা ভাগীরথী নদীর তীরে ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ব্রহ্মশাসন গ্রামে একটি প্রাচীন কামরাঙা গাছের নিচে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রসাধনা করতেন পণ্ডিত চন্দ্রচূড় তর্করত্ন পঞ্চানন। ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যতম প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি। তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে তিনি দেবী জগদ্ধাত্রীর দর্শন পান ।

ঘরের দেওয়ালে প্রতিফলিত উদীয়মান সূর্যের আলোর বর্ণের সাথে মিল রেখে তিনিই প্রথম তন্ত্রমন্ত্র অনুযায়ী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা মৃন্ময়ী মূর্তির রূপকল্পনা ও পুজো শুরু করেন। ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে, কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে যখন কেবল ঘটে পুজো হতো, তার আগেই ব্রহ্মশাসনে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

একসময় ব্রহ্মশাসনে ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস থাকলেও কালের বিবর্তনে ও মহামারীর কারণে বর্তমানে তা হাতেগোনা কয়েকটি পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও, বংশপরম্পরায় সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা আজও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সাথে প্রাচীন রীতি মেনেই মায়ের আরাধনা করে আসছেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী বিহিত পূজা সম্পন্ন হয়। পূজায় প্রাচীন প্রথা মেনে হোমযজ্ঞ ও বিশেষ তান্ত্রিক উপাচার পালিত হয়। এখানে কেবল মৃন্ময়ী মূর্তি নয়, প্রাচীন তন্ত্রযন্ত্র স্থাপন করে এবং চন্দ্রচূড় তর্করত্নের প্রবর্তিত বিশেষ ধ্যানমন্ত্রে দেবীর আরাধনা করা হয়।

ইতিহাস বলছে, ১৭১৫ থেকে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নদিয়ার সিংহাসনে ছিলেন রাজা রঘু রায়। তাঁর পর ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই সময় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে অত্যন্ত জাঁকজমক ও রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে দেবী দুর্গার আরাধনা হতো। রাজবাড়িতে দেবী দুর্গা পূজিতা হতেন 'রাজরাজেশ্বরী' নামে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার রাজনীতিতে দেখা দিল এক চরম অস্থিরতা। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সঙ্গে মীরজাফরের বিরোধ যখন চরমে, রাজনৈতিক কৌশল ও স্বার্থের কারণে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র , মীরজাফরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। পলাশির সেই যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঘটে। মীরজাফর হলেন বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের খেলা এখানেই থেমে থাকলো না। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাশিম বাংলার মসনদ দখল করলেন।

মীরকাশিম নবাব হওয়ার পরে যেকোনো কারণেই হোক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ বাঁধে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে নবাবকে প্রাপ্য নজরানা ও রাজস্ব প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এই অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দি করে সুদূর বিহারের মুঙ্গের দুর্গের কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গেরের কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন এবং জলপথে নিজের রাজ্য কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কিন্তু দীর্ঘ কারাবাসের কারণে সেই বছর তিনি তাঁর প্রাণের আরাধ্যা দেবী 'রাজরাজেশ্বরী' অর্থাৎ দুর্গাপূজা করতে পারেননি। বিহার থেকে জলপথে ফেরার সময়ে বর্তমান নদিয়া জেলার রুকুনপুর অঞ্চলে এসে তিনি দেখেন, গঙ্গাবক্ষে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন দেওয়া হচ্ছে। বিজয়া দশমীর এই বিসর্জনের দৃশ্য দেখে এবং নিজের পূজা করতে না পারার ব্যর্থতায় রাজার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও শোকাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

ভগ্নহৃদয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পৌঁছেছিলেন। কথিত আছে, সেই রাতেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবী মহামায়ার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। স্বপ্নে দেবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন দুর্গাপূজার আরাধনা করতে না পারায় তাঁর কোনো কষ্ট পাওয়ার কারণ নেই। দেবী আদেশ দেন, আগামী কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে যেন বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয় এবং সেই তিথিতে তিনি দেবী 'জগদ্ধাত্রী' নামে পূজিতা হবেন।

দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ বা মূর্তির গঠন কেমন হবে, সেই বিষয়ে রাজার কাছে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা সেই সময়ে ছিল না। মোহিত রায় সম্পাদিত বিখ্যাত 'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থ থেকে এই বিষয়ের প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থ অনুসারে, মূর্তির রূপ অজানা থাকার কারণে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হাত ধরে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথম দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা শুরু হয়েছিল 'মঙ্গলঘট' স্থাপনের মাধ্যমে। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র গিরিশচন্দ্র যখন নদিয়ার রাজা হলেন, তখনও অবধি নদিয়ায় ঘটেই পূজা চলছে।

ইতিহাস অনুসারে, ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র রায় নদীয়ার সিংহাসনে বসেন। জনশ্রুতি, সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র রায় চন্দ্রচূড়কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন জগদ্ধাত্রীর রূপ, পূজাপদ্ধতি এবং মন্ত্র কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় আরোপ করেন। রাজার অনুরোধে চন্দ্রচূড় ব্রাহ্মমুহূর্তে দেখা দেবীর মৃন্ময়ী রূপটি রাজার সামনে ব্যাখ্যা করেন। কথিত আছে, এরপরেই চন্দ্রচূড়ের সেই ব্যাখ্যা অনুসরণ করে ঊষাবর্ণা দেবীমূর্তি গড়ে গিরিশচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন।সেই দেবীমূর্তির গায়ের রং ছিল ভোরের উদীয়মান সূর্যের মতো উজ্জ্বল আভাযুক্ত, এবং তিনি ছিলেন চার হাত বিশিষ্ট ও সিংহবাহিনী।

সম্ভবত ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে মহা ধুমধামের সঙ্গে দেবীর এই মৃন্ময়ী রূপের আরাধনা শুরু হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে যে পূজার সূচনা হয়েছিল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির অন্দরমহলে, কালের বিবর্তনে সেই পূজা ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

শাস্ত্র অনুযায়ী দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তিতত্ত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবী ত্রিনয়না ও চতুর্ভুজা, অর্থাৎ তাঁর তিনটি চোখ এবং চারটি হাত রয়েছে। তাঁর গাত্রবর্ণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তাভ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, যা সৃষ্টির নতুন আলোর প্রতীক। দেবী রক্তবস্ত্র পরিহিতা এবং তাঁর গলায় সর্পের পৈতে বা 'নাগ-উপবীত' শোভা পায়, যা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণকে নির্দেশ করে। দেবীর চার হাতে থাকে চারটি বিশেষ অস্ত্র ও প্রতীক;শঙ্খ, চক্র, ধনুক এবং পঞ্চবাণ। শঙ্খ সৃষ্টি ও পবিত্র ধ্বনির, চক্র সংহার ও সময়ের এবং ধনুক ও পঞ্চবাণ কাম ও ক্রোধ জয়ের প্রতীক। দেবী দুর্গার মতো দশভুজা না হয়েও তিনি শান্ত, স্নিগ্ধ ও মাতৃরূপে বিরাজমানা। দেবীর বাহন হলেন পশুরাজ সিংহ। তবে জগদ্ধাত্রী মূর্তির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সিংহের পায়ের নিচে কোনো অসুরের বদলে একটি হস্তীমুণ্ড বা হাতি (করীন্দ্রাসুর) পদদলিত অবস্থায় থাকে। পৌরাণিক ও তাত্ত্বিক মতে, এই হাতি হলো মানুষের মনের অহংকার, মদমত্ততা ও অজ্ঞানতার প্রতীক, যা দেবী তাঁর বাহনের দ্বারা দমন করে জগতকে ধারণ ও পালন করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হাত ধরে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যে পূজার সূচনা হয়েছিল, কালের বিবর্তনে তা রাজপ্রাসাদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ প্রজাদের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে সূচনা হয় প্রথম বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পূজার। জনশ্রুতি অনুসারে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে রাজবাড়ির পাশাপাশি প্রজাদের মধ্যেও এই পূজার প্রচলন করতে হবে। রাজার নির্দেশে ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় চাষাপাড়া অঞ্চলের সাহসী লেঠেলরা এই পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে, ১৭৭২ সালে এই পূজা শুরু হওয়ার পরে দীর্ঘদিন এখানে কোনো মৃন্ময়ী প্রতিমা ছিল না। সে সময় তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান মেনে মঙ্গলঘটেই হতো দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। দীর্ঘকাল এই পূজাটি মূলত 'চাষাপাড়ার পূজা' নামেই পরিচিত ছিল। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে সেই পুজো দেবী 'বুড়িমা'র পুজো নামে খ্যাতি লাভ করে। কৃষ্ণনগর শহরের সমস্ত বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পূজার মধ্যে চাষাপাড়ার এই পূজাটিই ছিল প্রাচীনতম। বয়স ও ঐতিহ্যের কারনেই ভক্তরা শ্রদ্ধা ও স্নেহবশত দেবীকে 'বুড়িমা' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেন।

কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি হুগলির তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরেও জগদ্ধাত্রী পুজো এক বিশাল সর্বজনীন মহোৎসবে রূপ নেয়।

তৎকালীন ফরাসডাঙা বা চন্দননগরে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পুজো দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আনুমানিক ১৭৫০-এর দশকেই তিনি চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টির নিচুপাটিতে প্রথম এই পুজোর সূচনা করলেন।চন্দননগরের সবচেয়ে পুরোনো ও ঐতিহাসিক পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী পুজো। স্থানীয় মানুষের কাছে যা 'আদি মা' নামে পরিচিত।

এই পুজোর কয়েক বছর পরে১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে কাপড় ব্যবসায়ী শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কাপড়পট্টির জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয় বলে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে এই পুজোই মানুষের কাছে 'মেজো মা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজোকে কেন্দ্র করে চাল ব্যবসায়ী ও কাপড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধের জেরেই কাপড় ব্যবসায়ীরা পৃথকভাবে জগদ্ধাত্রী আরাধনার উদ্যোগ নেন।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো ক্রমে রাজপথে নেমে আসতে শুরু করে। ১৭৯০ সাল নাগাদ চন্দননগরে সাধারণ মানুষের চাঁদায় বা বারোয়ারি পদ্ধতিতে পুজোর প্রচলন শুরু হয়। কয়েক দশকের মধ্যেই সমগ্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়ে ওঠে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। কৃষ্ণনগরে মূলত নবমীর দিন পুজো সীমাবদ্ধ থাকলেও, চন্দননগরে দুর্গাপুজোর আদলে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী;টানা চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব পালনের রীতি চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বহুগুণ বেড়ে যায়।

সেই সময়ে চন্দননগর ছিল বস্ত্র ও চালের একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী এবং বাবুরা নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই পুজোর আয়োজন শুরু করেন। ফরাসি কর্তৃপক্ষও এই উৎসবের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিল।ধ ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে অনেক সময় বড় ধর্মীয় শোভাযাত্রা বা উৎসবে নানা বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি থাকত। কিন্তু ফরাসডাঙা বা চন্দননগরের ফরাসি প্রশাসকরা স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতি ও উৎসবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং পুজোর আয়োজনে কখনোই কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি।পুজোর চার দিন এবং বিশেষ করে দশমীর রাতে বিসর্জনের বিশাল শোভাযাত্রার সময় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য ফরাসি পুলিশ বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে রাস্তায় মোতায়েন থাকতেন।ধ চন্দননগরের প্রশস্ত রাস্তাঘাট, স্ট্র্যান্ড রোড এবং গঙ্গার ঘাটগুলো ফরাসি আমলেই সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। উৎসবের সময় আলোকসজ্জা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিমা নিরঞ্জনের সুবিধার্থে ফরাসি পৌরসভা (Mairie) ঘাট ও রাস্তা স্তার বিশেষ সংস্কার ও আলোর ব্যবস্থা করত।

শান্তিপুরের তন্ত্রসাধকদের নিভৃ



অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন, দালাল পুকুরের ঘাটে উপচে পড়ল পুণ্যার্থীদের ভিড়। ছটপুজো ঘিরে চন্দ্রকোনায় উৎসবের আবহ।

নিখোঁজ পাঁচ নাবালিকা সুন্দরবন থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: একই এলাকার পাঁচ নাবালিকা একসঙ্গে নিখোঁজ! বাড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে আচমকাই উধাও পাঁচ কিশোরী। কোথায় গেল তারা, কী ভাবে গেল, কোনও বিপদের মুখে পড়ল কি না, এই আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছিল পরিবারের সদস্যদের। শেষ পর্যন্ত নিখোঁজের অভিযোগ পেয়ে তল্লাশিতে নেমে সুন্দরবন এলাকা থেকে পাঁচ জনকেই উদ্ধার করল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। তবে একসঙ্গে পাঁচ নাবালিকার বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে এলাকার নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৯ তারিখ সন্দেশখালি থানার দুর্গামণ্ডপ এলাকা থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই পাঁচ নাবালিকা। তারপর থেকে তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পাননি। শেষ পর্যন্ত থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরই তল্লাশিতে নামে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুন্দরবন এলাকার একটি স্থান থেকে পাঁচ নাবালিকার সন্ধান মেলে। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের।

কিন্তু প্রশ্ন হল, একই এলাকার পাঁচ নাবালিকা একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কেন? কীভাবে তারা সুন্দরবন এলাকায় পৌঁছল? তাদের এই সিদ্ধান্তের পিছনে নিছক ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? ঘটনার নেপথ্যে কারও প্ররোচনা বা প্রভাব ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা জরুরি।

পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় পাঁচ নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ঘটনাটি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। শুধু নিখোঁজের পর উদ্ধার করাই কি প্রশাসনের দায়িত্ব, নাকি এমন ঘটনা যাতে না-ঘটে, তার জন্য আগাম নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা জরুরি?

রাজ্যে নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে নানা দাবি ও প্রচারের মধ্যেই সন্দেশখালির এই ঘটনা প্রশাসনের কাছে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে দিল। পাঁচ নাবালিকা কেন বাড়ি ছেড়েছিল, তাদের সঙ্গে কী ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে; এখন তারই উত্তর খুঁজছে সন্দেশখালি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দিকেই নজর এলাকাবাসীর।

১৩ দিন পর বাড়িতে ৬ বছরের আরাফাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: খেলতে খেলতে চুম্বক গিলে ফেলার পর শ্বাসনালিতে আটকে গিয়েছিল সেটি। শুরু হয় তীব্র শ্বাসকষ্ট। জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে টানা ১৩ দিন হাসপাতালে কাটিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরল ছ'বছরের আরাফাত আলী। শিশুর ঘরে ফেরায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে পরিবার থেকে গোটা এলাকা।

ঘটনাটি গত ১ নভেম্বর বাদুড়িয়ার মহেশপুর গ্রামের। বাড়িতে খেলার সময় অসাবধানতাবশত খাবারের সঙ্গে একটি ছোট চুম্বক গিলে ফেলে আরাফাত। সেটি শ্বাসনালিতে আটকে যাওয়ায় শুরু হয় কাশি ও শ্বাসকষ্ট। পেশায় ভ্যানচালক বাবা আলী আক্কাস দ্রুত ছেলেকে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে।

এক্স-রে পরীক্ষায় শ্বাসনালিতে চুম্বক আটকে থাকার বিষয়টি ধরা পড়ে। চিকিৎসকেরা প্রথমে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেটি বের করার চেষ্টা করলেও সাফল্য মেলেনি। এরপর চিকিৎসকেরা নেন অভিনব উদ্যোগ। হাসপাতালের পাশের একটি লেদ কারখানায় গিয়ে তৈরি করান বিশেষ ছোট চুম্বক। সেই চুম্বকের সাহায্যে আকর্ষণ তৈরি করে শ্বাসনালীতে আটকে থাকা চুম্বকটি বের করতে সক্ষম হন চিকিৎসকেরা। তাঁদের তৎপরতা ও অভিনব কৌশলেই প্রাণে বাঁচে ছোট্ট আরাফাত।

অবশেষে ১৩ দিনের চিকিৎসা পর্ব শেষ করে বাড়ি ফেরায় খুশি পরিবার ও প্রতিবেশীরা। চিকিৎসকদের দক্ষতা, হাসপাতালের পরিষেবা এবং এই চিকিৎসায় সহযোগিতার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরাফাতের পরিবার ও এলাকার মানুষ।



করণদিঘি বিধানসভার পিছলা তেলদিঘি ঘাটে পবিত্র ছটপুজো ও আরাধনা।

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬
ই-মেইল : share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট : www.bata.in

শেয়ার হস্তান্তরের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়ার / পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। এই স্পেশাল উইন্ডোটি **গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, এটি শুধুমাত্র সেই হস্তান্তরের অনুরোধগুলির জন্য যেখানে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে শেয়ার হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট উপলব্ধ থাকতে হবে।** যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা আসল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সি ১০১, এম্বাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৮৩, ফোন নং +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭-এর কাছে জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি ট্রান্সফারির কাছে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিমেট মোডেই ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন অবস্থায় থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ডে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর/ লিয়েন-চিহ্নিত / বন্ধক রাখা যাবে না।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগাড়িয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৬

৪র্থ ই-নিলামের জন্য বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

দুতে রিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U70109WB1983PTC035764
নিবন্ধিত ঠিকানা : ১০০৪-০৫ কৃষ্ণা বিল্ডিং, ২২৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭০০ ০১৭ (বর্তমানে বন্ধ)
মাননীয় এনসিএলটি-র ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আই.এ নং ৭২৩/কেবি/২০২২ এবং সি.পি. (আইবি)/৫৫৭(কেবি) ২০১৭ কোম্পানিটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে

https://baanknet.com 'মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড' (বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-এর সম্পদসমূহ; যার মধ্যে রয়েছে চা বাগানের জমি ও ভবনের মেয়াদোত্তীর্ণ/অ-মেয়াদোত্তীর্ণ ইজারা স্বত্ব, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, এবং সিকিউরিটিজ ও আর্থিক সম্পদ; ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব কোড (IBC), ২০১৬' এবং 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (অবসায়ন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা হচ্ছে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'আইবিবিআই অবসায়ন প্রক্রিয়া প্রবিধান ২০১৬'-এর ৩২(বি) ধারা অনুযায়ী 'স্ল্যাম্প সেল' পদ্ধতিতে এবং কঠোরভাবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' সম্পন্ন হবে। মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ সি.পি.(আইবি)/৫৫৭ (কেবি) ২০১৭ অনুযায়ী নিযুক্ত অবসায়নকারী শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা এই বিক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম	বিবরণাদি	বুক
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	১৬.১১.২০২৬
২.	নিলাম অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ	১৭ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত আগাম জ্ঞাত করা সাপেক্ষে।
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা প্রয়োজনীয় নথি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মে দাখিল করবেন	১৮ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে ৯ ডিসেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম উপলব্ধ ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ (শনিবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রি সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন , ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩। **ip.dkvte@gmail.com**

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহের বিক্রয় নিম্নে উল্লিখিত :

সম্পদসমূহের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে 'স্ল্যাম্প সেল -২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে' (মেয়াদউত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণ লিজ অধিকার -টি এস্টেট এবং ভবনের, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস সহ)' (উল্লেখ্য টেন্ডার নথি বিস্তারিত জন্য) 'যে যেমন আছে ভিত্তিতে', ' যা আছে ভিত্তিতে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী অবস্থিত : সাইট -১ : দুতেরিয়া টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা -দুতেরিয়া টি গার্ডেন, জেলা -দার্জিলিং, তৌজি নং ১৪এফ, বিআই-৩৭ এবং বিআই-৪। সাইট -২ : কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা-কালেজ ভ্যালি টি গার্ডেন, জেলা : দার্জিলিং, তৌজি নং -বিআই-১১২ এবং বিআই-৩৬ (সিডি এর লিজ অধিকার বিস্তারিত টেন্ডার নথি অনুযায়ী বিবাদিত) সাইট -৩ : অবস্থিত পেশক টি এস্টেট, রঙ্গলি রঙ্গলিওট তেহশিল - জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। সাইট -৪ : সিমরিপানি টি এস্টেট, মৌজা-সিমরিপানি টি এস্টেট, জেলা : দার্জিলিং, থানা : সুখিয়াপোখরি, তৌজি নং ৮৭৯।	https://baanknet.com লিকুইডেটর কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com মাধ্যমে ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ (শনিবার) তারিখ সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	১১,৯৭,০০,০০০ টাকা (এগার কোটি সাতানব্বই লাখ টাকা)	১,১৯,৭০,০০০ টাকা (এক কোটি উনিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা)	২৫,০০,০০০ টাকা (পঁচিশ লাখ টাকা)

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পদসমূহের বিবরণ লিকুইডেটর-এর সর্বোত্তম জানা তথ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে; তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো ভুল বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামকৃত সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো দায়, স্বত্ব-সংক্রান্ত দাবি, ভার বা দায়বদ্ধতা কিংবা সরকার বা অন্য কোনো পক্ষের কোনো বকেয়া পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সম্পত্তি-সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা; যেমন আইনগত বাধ্যবাধকতা, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে খোঁজখবর নেন।
৩. সমস্ত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ এবং এ-সংক্রান্ত কোনো আইনি বিষয় থাকলে তা 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' প্রকাশ করা হয়েছে; নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে উক্ত নথিটি আবশ্যিকভাবে দেখে নিতে হবে।
৪. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং এটি লিকুইডেটর বা কোম্পানির ওপর বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কোনো বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো প্রকার দায়ভার গ্রহণ না করেই লিকুইডেটর এই প্রক্রিয়া বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/বা কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬' এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে পরিচালিত হবে। যোগ্য দরদাতারা **https://baanknet.com** পোর্টালে আয়োজিত ই-নিলামে অংশগ্রহণ করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড' যোগ্য দরদাতাদের ইমেইলের মাধ্যমে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলামটি কঠোরভাবে ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যেখানে যা আছে**'', ''**যেমন অবস্থায় আছে**'' এবং ''**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**'' এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানকারী 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় শর্তাবলী **https://baanknet.com**-এ উপলব্ধ 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. **ip.dkvte@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি প্রদানসাপেক্ষে, ১৭ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত সম্পদ যাচাই-বাছাই, পরিদর্শন এবং সরেজমিনে স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।
৮. আগ্রহী দরদাতাদের একটি মুচলেকা জমা দিতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 'কোড'-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাদের জমা দেওয়া 'আমানত অর্থ' বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প শুল্ক এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়।
১০. আগ্রহী দরদাতাদের 'BAANKNET' ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে; এর মধ্যে 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড'-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী যোগ্যতার ঘোষণাপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
১১. আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র 'Baanknet' নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই 'আমানত অর্থ' জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন (বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কারণসহ), তবে তাদের জমা দেওয়া 'আমানত অর্থ' বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে একটি একক সামগ্রিক 'স্ল্যাম্প সেল' বা এককালীন সমষ্টিগত বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে, যার আওতায় নগদ অর্থ এবং ব্যাংক ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।
১৪. কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে, **www.ibbi.gov.in**-এ উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং নির্দেশিকা নথিপত্র দেখা যেতে পারে। এছাড়া, +৯১ ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করে অথবা **support.baanknet@psballiance.com** ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৫. সর্বোচ্চ দরদাতা হলেই যে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফল দরদাতা হিসেবে গণ্য হবেন, তা নয়। সর্বোচ্চ দরদাতা ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে যোগ্যতা যাচাই করা হবে। এরপর ওই দরদাতাকে সফল হিসেবে ঘোষণা করা বা বাতিল করা, অথবা পরবর্তী সর্বোচ্চ যোগ্য দরদাতার বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্তটি 'কমিটি অফ ক্রেডিটরস'-এর অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে; এক্ষেত্রে 'লিকুইডেশন রেগুলেশনস'-এর প্রথম তফসিল অনুযায়ী অন্তত ৬৬ শতাংশ ভোটিং শেয়ারের সম্মতি প্রয়োজন হবে।
১৬. বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট অংশ লিকুইডেটর বা অবলুপ্তি-প্রক্রিয়া পরিচালনাকারীর লিখিত দাবির ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ৩০ দিনের পরে অর্থ প্রদান করলে বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। ৯০ দিনের মধ্যে প্রযোজ্য সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, 'ই-অকশন প্রসেস ডকুমেন্ট' এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বিক্রয় বাতিল এবং অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৭. সময়সীমার কোনো পরিবর্তন হলে তা ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৮. কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, **লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগ করার জন্য ব্যক্তি হলেন শ্রী মণীশ জৈন, মোবাইল নম্বর ৯৮৩০২৪৮৬৮৪, ইমেল ip.dkvte@gmail.com**

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
এ বিষয়ে লিকুইডেটর
মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
ইমেল আইডি : ip.dkvte@gmail.com
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩

তারিখ : ১৬.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L27101WB2001PLC138341
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / ০৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ ৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টে ২০২৫
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪১,৯৫৩.০৫	৭৪,৭০১.৮২	২৬,২৬৬.৯০
মোট রাজস্ব	৪১,৯৮৯.৩০	৭৫,১০৪.৮৯	২৬,৩৬২.৮৬
সুদ, কর, অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশনের পূর্বে মুনাফা/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩,৮২১.৩৭	৭,৫৪২.১৮	১,৩৩৯.১২
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৩,২৬৩.৮১	৬,৩১২.৭৫	৬৪৯.৫৪
কর ব্যয়	৮৪৩.৯৭	১,৬২৮.৩১	১৯৯.২৯
কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিএটি)	২,৪১৯.৮৪	৪,৬৮৪.৪৪	৪৫০.২৫
মোট সামগ্রিক আয় [কর পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত]	২,৫৪৮.১২	৫,৩২৯.০৫	২৮০.১৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়): (ক) মৌলিক (টাকা) (খ) মিশ্রিত (টাকা)	 ৩.৬৯ ৩.৬৯	 ৭.১৫ ৭.১৫	 ০.৬৯ ০.৬৯

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল পরিসংখ্যান : (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ ৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টে ২০২৫
কার্যক্রম থেকে আয়	৩৯,৫০২.৯২	৬৯,৭২৪.৪৭	২৪,৩৭৯.৩২
মোট রাজস্ব	৩৯,৫৩৯.১৪	৭০,১২৭.৪৮	২৪,৪৭৫.০৯
সুদ, কর, অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশনের পূর্বে মুনাফা/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩,৬৫৯.৩৬	৭,২৯২.৩১	১,২১১.২৪
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৩,১৫৯.৮৪	৬,১৭২.০৫	৫৬০.৮৯
কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিএটি)	২,৩৫১.৭২	৪,৫৮৯.৬৬	৪০০.৮১

দ্রষ্টব্য :

(ক) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছেন এবং এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে ফলাফলগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।

(খ) কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের মধ্যে মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, যথা "ধাতব (মেটালস)"-এর অন্তর্ভুক্ত, তাই ইন্ড এএস ১০৮, "অপারেটিং সেগমেন্টস"-এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাগুলি প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) প্রয়োজন অনুসারে তুলনামূলক পরিসংখ্যানগুলি পুনর্বিন্যাস / পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(ঙ) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডগুলি স্ক্যান করেও এই ফলাফলগুলি দেখা যেতে পারে:

মূল বিষয়সমূহ | আর্থিক ফলাফল

পরিচালনা পর্ষদের তরফে এবং পক্ষে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন - 00441271

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

সিআইএন: L51909WB1980PLC033173
নিবন্ধিত কার্যালয়: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
ফোন নং ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স নং ০৩৩

ছটপুজোর চাঁদা নিয়ে তুলকালাম!

টাকা না-দেওয়ায় মার, দোকান ভাঙচুর, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ছটপুজোর ঘাটে চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের লিঙ্ক পার্ক এলাকায়। ৫০০ টাকা চাঁদা দাবি করা হলেও এক ব্যক্তি ৩০০ টাকা দিতে রাজি হওয়ায় শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, সেই বচসা থেকেই শুরু হয় মারধর। পরে একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।



স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটপুজো ঘাটে কুপন বিলি করে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন কমিটির সদস্য দীনেশ বারনওয়াল, মুকেশ সিং, সুরজ বারন ওয়াল সহ অন্যান্যরা। অভিযোগ, প্রতিটি ডালার জন্য ৫০০ টাকা করে দাবি করা হচ্ছিল। সেই সময় মনীশ মোদী নামে এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা না দিয়ে ৩০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই নিয়েই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ উঠেছে, কমিটির সদস্যরা মনীশ মোদী ও তাঁর তিন ভাইকে মারধর করেন। এমনকী পরিবারের মহিলারাও এই ঘটনায় সামিল হয় বলে অভিযোগ। পালটা ক্ষুব্ধ জনতা একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনায় কমিটির সদস্য সুরজ বারনয়াল মাথায় আঘাত পান। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ওয়ারিয়া ফাঁড়ির পুলিশ আশিস কুমার মোদীকে গ্রেপ্তার করে।

জন্ডিসের থাবা বসিরহাটে! ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্ত ১৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পরিশ্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা কোথায়? জলবাহিত রোগের আশঙ্কায় এবার জন্ডিসের প্রকোপ বসিরহাট পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যেই একই এলাকায় ১৭ জনের শরীরে জন্ডিসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আরও ১১ জন সন্দেহের তালিকায়। আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু। একাধিক বাসিন্দার শরীরেও একই ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক পানীয় জলের কল বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুরসভা। বিকল্প হিসেবে প্রতিদিন জলের ট্যাঙ্ক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে পুরবাসী বাধ্য হচ্ছে খারাপ জল ব্যবহার করতে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে, এলাকার পানীয় জলের দূষণ থেকেই সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সন্দেহভাজন ১১ জনের রিপোর্ট আগামীকালের মধ্যে আসার কথা। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আক্রান্ত, সন্দেহভাজন এবং অসুস্থতার উপসর্গ থাকা বাসিন্দাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত দু'দিন এলাকায় চিকিৎসা শিবিরও করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুরসভার প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে কয়েকটি জলের কল বন্ধ করার পাশাপাশি ফুচকার দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট কলের জল ব্যবহার না-করার বিষয়ে সতর্ক করছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জল নিয়ে যদি সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়, তা হলে এতদিন নাগরিকদের জন্য নিরাপদ জলের ব্যবস্থা কোথায় ছিল? নতুন সরকারের আমলেও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকলে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার পরেই কেন নড়েচড়ে বসতে হল প্রশাসনকে? আপাতত বন্ধ কলের বিকল্প হিসেবে ট্যাঙ্কের জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।

জন্ডিসের প্রকোপে আতঙ্কিত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ। এখন তাঁদের একটাই দাবি, দ্রুত সংক্রমণের উৎস চিহ্নিত করে নিরাপদ পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করুক নতুন সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে কলকাতায় স্থানান্তরিত গুলিবিদ্ধ কনস্টেবল



নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। রবিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকার আশ্বাসের পরেই তাঁর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ করায় নতুন করে আশার আলো দেখছে তাঁর পরিবার ও সহকর্মীরা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধ্যায় বোলপুরের শান্তিনিকেতন এলাকায় দুষ্কৃতীদের ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। শনিবার রাতে আহত পুলিশকর্মীকে দেখতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হাসপাতালে বিশ্বজিৎ দাসের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্বজিৎ দাসের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি ভালো আছেন। পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসার জন্য সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপরই আরও উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে রবিবার তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কলকাতার কোন হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায়নি। একজন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর ওপর দুষ্কৃতীদের এমন হামলার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে পুলিশ মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। বর্তমানে বিশ্বজিৎ দাসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন তাঁর পরিবারের সদস্য, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। সকলেরই এখন একটাই প্রার্থনা, দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন বিশ্বজিৎ দাস।

বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে পাট্টা বিতরণ



নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে বিশেষ পাট্টা বিতরণ কর্মসূচি আয়োজিত হল। জনজাতিয় গৌরব দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ও উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, জেলাজুড়ে ২০৪ জন আদিবাসীদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। বীরভূম জেলা জুড়ে বাসযোগ্য ও কৃষি যোগ্য প্রায় ১৪ একর জমির পাট্টা দেওয়া হয় এদিন। যার মধ্যে সিউড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক-এর দপ্তরে দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৮ জন উপভোক্তাদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিজেদের নামে জমির বৈধ কাগজ হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন উপভোক্তারা।



উত্তরবঙ্গে একটি জলের ট্যাঙ্কে আটকে পড়া হাতির শাবককে সফল ভাবে উদ্ধার করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পসের জওয়ানরা। এই উদ্ধারকার্যে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বন দপ্তরের আধিকারিকরাও।

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বাঁকুড়ার কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ। প্রতিটি পরীক্ষায় বসার জন্য কলেজের ক্লাসরুমে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজ পরিচালন সমিতির দীর্ঘ দিনের। সেই ন্যূনতম উপস্থিতি না থাকা পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসতে না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির নেতৃত্বে আন্দোলনে নামে পড়ুয়ারা। শনিবার সন্ধ্যা থেকে কলেজের অফিসে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বসুমিত্রা সিংহ- সহ অফিসের কর্মীদের তালা দিয়ে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এবিভিপির বাঁকুড়া জেলা সংযোজক শুভজিৎ ঘোষ জানান যে, ক্লাস রুমে উপস্থিতির বেড়াজালে পড়ে বেশকিছু পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসতে দিচ্ছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই ছাত্রদের কেউ অসুস্থ ছিল বা কারোর বাবা মারা গেছেন। সেই ছাত্ররা তাদের সহযোগিতা চেয়েছে তাই তাদের নিয়ে আন্দোলনে নামা হয়েছে। যতক্ষণ না সম্মতি মিলবে ততক্ষণ আটকেই থাকবেন।

শুভজিৎবাবুর আরও অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে এসব করা হচ্ছে। কম হাজিরা থাকা পড়ুয়াদের অনেককে পরীক্ষায় বসার সম্মতি দেওয়া হয়েছে। তারা একটাই নিয়ম চান। শুভজিৎবাবুর আরও অভিযোগ, কলেজের টিচার্স রুমে টিএমসিপির পতাকা রয়েছে। এটা তারা মেনে নেবেন না।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজ। এই কলেজে লেখাপড়ার মান বজায় রাখা ও ক্লাস রুমে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে কলেজ পরিচালন সমিতি দীর্ঘদিন আগেই সিদ্ধান্ত নেয় যে পরীক্ষায় বসতে গেলে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি জরুরী পড়ুয়াদের।

কলেজ সূত্রে খবর, অধিকাংশ পড়ুয়ার উপস্থিতির হার ৫০ শতাংশের ওপরে থাকলেও অল্প কিছু সংখ্যক পড়ুয়ার তা নেই। এতে ওই পড়ুয়াদের সেমিস্টার পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতেই ওই পড়ুয়ারা আন্দোলনে নামে। শনিবার সন্ধ্যায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার অফিসের সামনের দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে শুরু হয় বিক্ষোভ। পড়ুয়াদের এই বিক্ষোভে আটকে পড়েন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বসুমিত্রা সিংহ-সহ কিছু অধ্যাপক ও



কলেজের অফিস কর্মচারীরা। বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা টিচার্স রুম থেকে টিএমসিপির বেশ কিছু পতাকা উদ্ধার করে এনে বিক্ষোভের সুর আরও চড়ান। বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের দাবি শারিরীক ও পারিবারিক কারনে অনেক পড়ুয়া উপস্থিতির নির্দিষ্ট যোগ্যতামান ছুঁতে পারেনি। সবদিক বিবেচনা করে তাদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য পড়ুয়াদের সেই দাবি মানতে নারাজ।

বসুমিত্রা সিংহের বক্তব্য, ৫০ শতাংশের কম হাজিরা থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া সম্ভব নয়। এটি কলেজ পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর হয়েছে। তা অমান্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, কম উপস্থিতি থাকা কোনও ছাত্রকেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। আইন প্রত্যেক ছাত্রের জন্য সমান। যে ছাত্রের কথা আন্দোলনকারীরা বলছেন তার উপস্থিতি প্রথমদিকে ৪৯.৩০ দেখানো হয়ে ছিল। কিন্তু পড়ুয়াটি একটি তারিখ ও দুটি ক্লাস উল্লেখ করে লিখিত ভাবে আবেদন করে জানায় যে তার সেই দুটি উপস্থিতি হিসাবে আসেনি। কলেজ তদন্ত করে দেখে যে পড়ুয়াটির আবেদন সত্য। পরে তার উপস্থিতির হার হয়ে দাঁড়ায় ৫১.৫৬। স্বাভাবিক ভাবেই সে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য।

তাছাড়া কলেজের টিচার্স রুম থেকে টিএমসিপির পতাকা উদ্ধারের অভিযোগ নিয়ে সোজাসাপটা সাফাই দিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বলেন, গত ১৪ বছর সেই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় ছিল। তারা হেরে যাওয়ার পর পতাকা সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। ভয়ে তারা কলেজে আসতে পারছে না।

জগদ্ধাত্রী পূজায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা-ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আসন্ন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন রাখতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। কমিশনারেটের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর এবং রিষড়া থানা এলাকায় নিরাপত্তা, ভিড় সামলানো এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে কঠোর ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনারেট সূত্রে খবর, গত বছরের ৩৪০টির তুলনায় এ বছর অনুমোদিত পূজার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৬টিতে। পূজা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে অগ্নি-নিরাপত্তা ও প্যান্ডেল কাঠামোর অনুমোদনের জন্য 'সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। পুরো উৎসবস্থলকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর এলাকাকে ৫টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, যার দায়িত্বে রয়েছেন ডিসিপি/কমান্ড্যান্ট পদমর্যাদার কর্মকর্তারা। এছাড়া ১১টি সেক্টরে এসিপি/ডিএসপি এবং ২৮টি সাব-সেক্টরে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তারা তদারকি করবেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায় ৩,০০০ রাজ্য পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি ৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ করতে ২৪ ঘণ্টার 'ইন্টিগ্রেটেড পুলিশ অ্যান্ড ওয়্যারলেস কন্ট্রোল রুম' খোলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্যান্ডেল সংলগ্ন এলাকাগুলোতে সিসিটিভির মাধ্যমে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হচ্ছে। দর্শনার্থীদের সহায়তার জন্য গোটা এলাকায় ২৮টি পুলিশ সহায়তা বুথ, ৮টি 'সেবা কেন্দ্র' এবং ১টি 'সেবা শিবির' স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টা মেডিকেল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

প্রতিমা বিসর্জন নির্বিঘ্ন করতে এবং যেকোনো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা এড়াতে বিসর্জন ঘাটগুলোতে সুরক্ষামূলক জাল, মজবুত ব্যারিকেড এবং বিশেষ নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হুগলি নদীতে পুলিশের পক্ষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন টহলদারি চালানো হচ্ছে। ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ ও ভিআইপিদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ উৎসবের দিনগুলিতে যানজট এড়াতে জিটি রোড, দিল্লি রোড এবং বাইপাস রোডসহ একাধিক প্রধান সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যস্ত সময়ে পণ্যবাহী গাড়ি, অটো, টোটো এবং দু'চাকার যানবাহন চলাচলের ওপর কড়া বিধিনিষেধ থাকবে। তবে যাচাইকৃত স্থানীয় বাসিন্দা ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ প্রবেশ অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়া, ভিআইপি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত উৎসবের দিনগুলিতে বিকেল ৪টার পর চার চাকার গাড়ি নিয়ে চন্দননগরের পূজা মণ্ডপ এলাকায় প্রবেশ না-করেন। উৎসবকে সার্বিক ভাবে সফল ও আনন্দময় করে তুলতে সকল নাগরিক, পূজা আয়োজক এবং দর্শনার্থীদের পুলিশের নির্দেশিকা ও ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার জন্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় জমজমাট 'অযোধ্যা'

বনস্পতি দে



হুগলি: মণ্ডপের প্রবেশপথে তীর-ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৩৫ ফুটের বিশালাকার রামচন্দ্র। যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি পাহারা দিচ্ছেন দেবী জগদ্ধাত্রীকে। হুগলির মানকুন্ডু শহরের সার্কাস মাঠের ৫৬তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার এমনই অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকছেন দর্শনার্থীরা। উত্তরপ্রদেশের সরযূ তীরের পবিত্র নগরী অযোধ্যার আদলে সাজানো হয়েছে গোটা মণ্ডপ প্রাঙ্গণ। চতুর্থীর সন্ধ্যায় এই পুজোর আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন হওয়ার পর থেকেই প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনে ঢল নেমেছে সাধারণ মানুষের। পঞ্চমীর সকাল থেকেই গোটা হুগলি জেলাজুড়ে উৎসবের আমেজ। বাহারি আলোকসজ্জা আর থিমের বৈচিত্র্যে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে এলাকার পুজো কমিটিগুলো। এরই মাঝে মানকুন্ডুর এই পুজোয় মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ফাইবারের তৈরি ৩৫ ফুটের রামচন্দ্রের মূর্তিটি। মণ্ডপের স্থাপত্যে ফোমের কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কাল্পনিক অযোধ্যা শহর। শিল্পী গৌরাঙ্গ কৈলার তত্ত্বাবধানে প্রায় দু'মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেজে উঠেছে এই মণ্ডপ। অন্যদিকে, জরি, চুমকি ও পুঁথির নিখুঁত কাজে দেবীপ্রতিমাকে অনন্য রূপ দিয়েছেন শিল্পী গণেশ কয়াল।

বারোয়ারির কোষাধ্যক্ষ শিবশংকর সাহা জানান, প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার লক্ষ্য থাকে তাঁদের। প্রায় ৫০ হাজার টাকা বাজেটের এই আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। পঞ্চমী থেকে সাধারণ মানুষের মণ্ডপ প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শোষিত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, সেই বীর বিপ্লবী বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। রবিবার আরামবাগের কামারপুকুরে বীর বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান তিনি। পাশাপাশি মহান এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন, আদর্শ, আত্মত্যাগ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে স্মরণ করেন বিধায়ক।

উল্লেখ্য, বীর বিরসা মুণ্ডা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা আজও মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের জমির



অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াইয়ে তাঁর অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'বীর বিরসা মুণ্ডা শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষের অধিকার আদায়ের এক সাহসী কণ্ঠস্বর। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম আমাদের শিখিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করে কী ভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের কাছে চিরকাল প্রেরণা হয়ে থাকবে। সবমিলিয়ে বীর বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী তাই শুধুমাত্র একজন মহান বিপ্লবীকে স্মরণ করার দিন নয়, বরং শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নেওয়ারও দিন।'

টেলিস্কোপে মহাজাগতিক দৃশ্য দেখল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: মহাজাগতিক বস্তুর পর্যবেক্ষণ এর আয়োজন হল সিউরি করিধ্যা অর্কদ্যুতি পাবলিক স্কুলে মহাজাগতিক পৃথিবী যে গতিশীল এটা শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বোঝা যায় না, তাই ছাত্রদের হাতেকলমে শিক্ষার এই আয়োজন। নিজেদের স্কুল ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সিউড়ির অন্যান্য স্কুলের ছাত্র হাতিরাও টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাজাগতিক দৃশ্য দেখতে উপস্থিত হয়েছিল করিধ্যা অর্কদুতি পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দে সরকার জানালেন, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের বাইরে হাতেকলমে পাঠ দিতে পেরে তারা খুশি।





ভদ্রেশ্বরের প্রদীপ সংঘের ৪৭তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

বিরসা মুন্ডা স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহান নেতা ও বীর শহিদ বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী রবিবার শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল রানিগঞ্জের বাঁশড়া এলাকায়। এসটিডি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্বেত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। পরে আদিবাসী নাচ-গান ও কবিতা আবৃত্তিতে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় হেমব্রম, এলাকার মোড়ল নুনারাম হাসদা, নির্মল মুর্মু-সহ অন্যান্যরা। বক্তারা বলেন, বিরসা মুন্ডার জল-জঙ্গল-জমির অধিকারের স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। খনি সম্প্রসারণের নামে পশ্চিম বর্ধমান সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসীদের উচ্ছেদের অভিযোগ উঠছে। নিজেদের জমি ও বসতভিটে থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই অবিলম্বে আদিবাসীদের হাতে পাট্টা জমি তুলে দেওয়া এবং তাঁদের জল-জঙ্গল-জমির অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি ওঠে।



দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘাটালে রাধাকান্তপুর ও ঢেঁকিরঘাটর মাঝে নদীর ওপর নির্মিত হল বাঁশের সাঁকো। ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তৈরি হল এই বাঁশের সাঁকো। নবনির্মিত সাঁকোটির শুভ উদ্বোধন করেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।



বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ক্ষীরপাই শহরে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পা মেলালেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই ও ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সবুজ মজুমদার।

শ্যামাপোকা দ্রুত গতিতে কমছে, আশঙ্কা পরিবেশবিদদের

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: শ্যামাপোকা দ্রুত গতিতে কমছে। যে গতি শ্যামাপোকা কমছে তাতে শীঘ্রই তারা এলাকা বিশেষে বিলুপ্ত হয়ে পড়তে পারে। জেলার পরিবেশবাদীরা এমনটাই মনে করছেন। শ্যামা বা কালীপুজোর সময় বা হেমন্তকালে শ্যামা পোকার আবির্ভাব ঘটে। সে কারণে শ্যামাপোকাকে অনেকে দীপাবলি বা শ্যামাপুজোর বাহক বলেও থাকেন। তবে শুধু বাঙালিদের কাছেই এরা 'শ্যামাপোকা'। বিজ্ঞানের ভাষায় এরা 'নেফোটেট্রিক্স ভিরেসেনস' আর ইংরেজিতে 'গ্রিন লিফহপার' নামে পরিচিত।রাতে আলোর দেখা মিললেই ধানের জমি বা ঘাস ও গাছপালা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে এবং সেখানেই আগুনের স্পর্শে, আলোর গরমে বা আলো নিভলে মারা যায়!

জেলার পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস গত ৩ বছর ধরে শ্যামা পোকার হারিয়ে যাওয়ার দৌড় এবং প্রকৃতিতে তার প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছে। তাদের মতে, গত চারপাঁচ বছর ধরে দ্রুত গতিতে

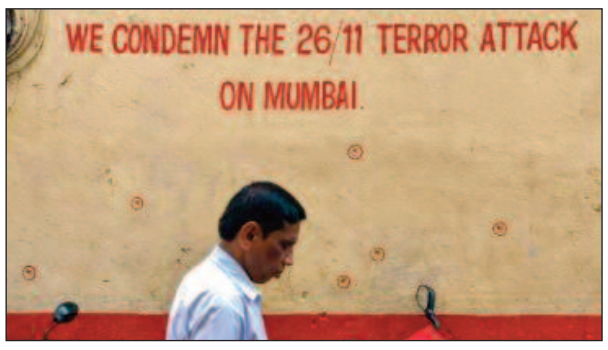


হারিয়ে যাচ্ছে শ্যামা পোকা। নামোআঁচুড়ি ও পলাশবনী এলাকার বাসিন্দা অনন্ত তন্তুবায়, মদন কর্মকার ও আদিত্য মুখার্জি জানান যে, রাতে বাড়ি, দোকান ও রাস্তার ধারে আলো জ্বললে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্যামাপোকা উড়ে আসত। আলোর চারপাশে উড়ে বেড়াত। এরা কামড়াতেও পারে। তাই প্রতিটি মানুষ চরম বিরক্ত হত। এই অবস্থা গত দু'-তিন বছর ধরে দ্রুত কমছে।

তাদের বক্তব্য, এই উপদ্রব আটকাতে আলো বা বৈদ্যুতিক বাতির কাছে সবুজ গাছের ডাল বা পলিব্যাগ বেঁধে দেওয়া হয়। গত দু'বছর তার প্রয়োজন পড়ছে না। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকার বাসিন্দা অতনু সেন ও প্রশান্ত মাকুড় একই অভিজ্ঞতা জানান। তারা আরও বলেন যে, প্রতিটি আলোর নীচে শতশত শ্যামাপোকা মরে থাকতে দেখা যায় সকালে। রাস্তার বাতির ঢাকনাগুলি শ্যামাপোকার মৃত দেহে পরে থাকত। এতে আলোমাটিতে পড়ত না। নিয়মিত পরিষ্কার করতে হোত। গত ৩ - ৪ বছর

মুম্বইয়ে ফের জঙ্গি হামলার ছক !

নরিমান হাউসে 'রেইকি' করতে গিয়ে ধৃত যুবক



মুম্বই, ১৫ নভেম্বর: দেড় দশক আগে মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলায় জঙ্গিদের নিশানায় ছিল মুম্বইয়ের কোলাবারের ইহুদি ধর্মীয়স্থান চাবাড় হাউস, যা নরিমান হাউস নামে পরিচিত। সেই চাবাড় হাউসেই 'রেইকি' করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন ২০ বছরের এক যুবক।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম যশ সিং। তিনি নভি মুম্বইয়ের আইরোলি এলাকার বাসিন্দা। আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, 'বিদেশি হ্যান্ডলার'দের নির্দেশে যশ কাজ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ইহুদি, বিদেশি নাগরিক এবং তাঁদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি। শুধু তাই নয়, তাঁরা কী ধরনের গাড়ি ব্যবহার করেন, সেগুলির বিবরণ ও সুনির্দিষ্ট তথ্যও তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, বিদেশি নাগরিকদের গতিবিধিও নজরে রাখতেন যশ। তারপর সেই সমস্ত সংবেদনশীল তথ্য তিনি পাঠিয়ে দিতেন 'হ্যান্ডলার'দের কাছে।

সূত্রের দাবি, শুধু নরিমান হাউস নয়, শহরে আরও কয়েকটি স্পর্শকাতর এলাকায় ধৃতের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। গোপন সূত্রে তাঁর বিষয়ে খবর পেয়েই অভিযানে নামে মুম্বই পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। এরপরই জালে ধরা পড়েন তিনি। জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের পাশাপাশি কেরল পুলিশের আতশকাচের নীচেও ছিলেন যশ। ত্রিশূরে 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট' বা ইউএপিএ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই তাঁর সন্ধানে ছিল কেরল পুলিশ। তাঁর কী উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বালোচভূমে সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে ২৪ জনের মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৫ নভেম্বর: নিজেদের ছড়ানো সন্ত্রাসের আগুনে নিজেই পুড়ছে পাকিস্তান। সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে বালোচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ায় বড় অভিযান পাক সেনার। এই অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। এই সেনা অভিযানের পালটা জবাব দিতেও কোনও খামতি রাখেনি বিদ্রোহী শিবির। জবাবি হামলায় পাকিস্তানের ৪ সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তালিকায় রয়েছেন মেজর পর্যায়ের এক আধিকারিকও।

পাক সেনার মিডিয়া উইং আইএসপিআর-এর তরফে শনিবার এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, গত ১৩ নভেম্বর থেকে বালোচিস্তানের কোলপুর, কারদাগাপ আর নুশকি এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক অভিযান চালিয়েছে সেনা।

পালটা জবাবে মৃত ৪ সেনা

১৩ ও ১৪ নভেম্বরের মধ্যরাতে কোলপুরে অভিযানে ৮ জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিল আত্মঘাতী জঙ্গি। প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। আইএসপিআরের দাবি, এরা সবাই 'ফিতনা আল-হিন্দুস্তান'-এর সদস্য। বালোচিস্তানে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোকে পাকিস্তান সরকার এই নামে ডাকে।

এর জবাবে ১৫ নভেম্বর পাল্টা হামলা চালায় বিদ্রোহী শিবির। পাক সেনার টহলদারি গাড়িতে ড্রোন হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় শহিদ হন মেজর ওমর মিনহাস নাসির-সহ ২ জন জওয়ান। অন্যদিকে, খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় মির আলি, দত্তা খেল আর আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৬ জন জঙ্গিকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পাক সেনা। এর মধ্যে আলি খেলে এলাকায় ১২ জন, মির আলি আর দত্তা খেলে ২ জন করে নিহত হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Bid No.- 09 of 2026-2027 for

1) Emergent civil works for preparation of helipad and approach road in connection with the visit of the Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Beldanga in the District of Murshidabad on 17/11/2026.
2) Urgent temporary infrastructural & logistics arrangement at Beldanga CRGS ground and Beldanga Bharat Sevashram Sangha in connection with the visit of the Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Beldanga in the District of Murshidabad on 17/11/2026.

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Bid documents is 16/11/2026 upto 01.00 PM. Last date and time of issuance of Bid documents is 16/11/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Bid in sealed envelope is 16/11/2026 upto 02.30 PM. Opening of financial bid on 16/11/2026 at 03.00 PM.

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

আইআইটিএফ-এ সেবি'র প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়া ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক বহুপণ্য প্রদর্শনী ৪৫তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার, ১৪-২৭ নভেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



ভারতের সু-নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিজ বাজারকে তুলে ধরতে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রসারে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি, এনএসই, বিএসই, এমসিএক্স,এমএসইআই, এনসিডিইএক্স, সিডিএসএল, এনএসডিএল, কেফিন টেকনোলজিস, সিএএমএস, ওবিপিপি অ্যাসোসিয়েশন, সিপিএআই, আইআরএ, বিআইএ, এএনএফআই এবং এনআইএসএম-এর সহায়তায় 'ভারত কা শেয়ার বাজার' শীর্ষক একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়েছে মেলার ৪ নং হলে। আইআইটিএফ-এর সামগ্রিক থিম 'বিকাশ অউর বিরাসত'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এ বছরের প্যাভিলিয়নে ভারতের সিকিউরিটিজ বাজারকে তুলে ধরা হয়েছে, যার শিকড় ১৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো এবং যা বিকশিত ভারত-২০৪৭-এর লক্ষ্যে দেশের অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান সহায়ক। ১৪ নভেম্বর সেবি-র চেয়ারম্যান শ্রী তুহিন কান্ত পাণ্ডে, আধিকারিকবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সিকিউরিটিজ বাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্যাভিলিয়নটির উদ্বোধন করেন।

ময়দান

ভারতীয় হিসাবে প্রথম খেতাব জয় ! জাপান মাস্টার্সে ইতিহাস লক্ষ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখলেন লক্ষ্য সেন। জাপান মাস্টার্সের মঞ্চে প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন তিনি। রবিবার ফাইনালে ঘরের ছেলে কোকি ওয়াতানাবেকে হারিয়ে খেতাব জিতে নিলেন ভারতের এই তারকা। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করলেন লক্ষ্য। ১৩-২১, ২১-১৮, ২১-১৪ ব্যবধানে জিতে শুধু ট্রফিই ঘরে তুললেন না, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের সাফল্যের মুকুটে যোগ করলেন আরও একটি পালক।



এই জয় লক্ষ্যের কাছে একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ভারতীয় শাটলার। জাপান মাস্টার্সের আগে আরও একটি মাস্টার্স খেতাব জিতেছিলেন তিনি। ফলে পরপর দু'টি মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পাশাপাশি এই সাফল্যের হাত ধরে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালে খেলার সম্ভাবনাও অনেকটা উজ্জ্বল করলেন তিনি। এখন তাঁর নজর হংকং ওপেনের দিকে।

আগামী ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে হংকং ওপেন। ওই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্ত হবে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালের যোগ্যতা অর্জনকারীদের তালিকা। সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে পারলেই বছরের শেষের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় খেলার টিকিট নিশ্চিত করতে পারবেন লক্ষ্য। ফলে জাপান মাস্টার্সের সাফল্যের পর আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকেই পরবর্তী প্রতিযোগিতায় নামতে পারবেন তিনি।

তবে রবিবারের ফাইনাল মোটেও সহজ ছিল না লক্ষ্যের কাছে। প্রতিপক্ষ ছিলেন বিশ্বের ১৫ নম্বর কোকি ওয়াতানাবে। অন্যদিকে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৩ নম্বরে থাকা ভারতীয় শাটলার ম্যাচের আগে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। দু'জনের আগের পাঁচটি সাক্ষাতের মধ্যে তিনটিতেই জিতেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু ঘরের কোর্টে দর্শকদের সমর্থন নিয়ে শুরু থেকেই ভারতীয় প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা করেন ওয়াতানাবে। প্রথম গেমে সেই পরিকল্পনা সফলও হয় জাপানি শাটলারের। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাডমিন্টন খেলতে থাকেন তিনি। লক্ষ্য নিজের ছন্দ খুঁজে পাওয়ার আগেই ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে যান ওয়াতানাবে। এরপর অবশ্য লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেন ভারতীয় তারকা। ব্যবধান কমিয়ে ৬-৮ করেন। কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। লক্ষ্যের কয়েকটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের সুযোগ নিয়ে ফের ব্যবধান বাড়িয়ে নেন জাপানি শাটলার। একসময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১৮-১২। সেখান থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত ২১-১৩ ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে নেন ওয়াতানাবে।

পেসারদের আগুনে বোলিংয়ে কিউয়িদের হার, টি-টোয়েন্টির পর একদিনের সিরিজও ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাট হাতে বিপর্যয়, বল হাতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। মাত্র ২০৯ রান তুলেও নিউজিল্যান্ডকে ২২ রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতে নিল ভারত। রবিবার মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে পেসারদের আগুনে বোলিংয়ে ১৮৭ রানেই গুটিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। এর আগে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজও ৩-২ ব্যবধানে জিতেছিল ভারত।

টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। শুরুটা ভাল করলেও দ্রুত ধাক্কা খায় ভারত। রোহিত শর্মা ৭, বিরাট কোহলি ১ এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড় ১৮ রান করে ফিরে যান। ৩৪ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ২২ রান করে আউট হন। তবে অক্ষর প্যাটেল ও ঈশান কিষাণের ৪৬ রানের ইনিংস ভারতকে লড়াইয়ে ফেরায়। নমন ধীরও করেন ২২ রান। শেষ দিকে অর্শদীপ সিং ১৪ এবং মহম্মদ সিরাজের ১৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে ৪২.১ ওভারে ২০৯ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। নিউজিল্যান্ডের হয়ে মিচেল স্যান্টনার ও জ্যাকব ডাফি তিনটি করে এবং ম্যাথিউ ফিশার দু'টি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই মহম্মদ সিরাজের শিকার হন টিম সেইফার্ট (১৪)। অর্শদীপের বলে উইল ইয়ং ২২ রান করে ফেরেন। এরপর নিক কেলি (২৪) ও ফিন অ্যালেনকে (১) ফিরিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভারতের পেস আক্রমণ।

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড

সিআইএন নং L20219WB1985PLC096557
১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭(১) অনুসারে] (লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষের জন্য	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	২২৭.৭৩	৩২৬.৪২	১৯৯.৬১	৫৫৪.১৫	৩৬১.৮০	৮০০.৩৭	২২৭.৮১	৩২৬.৪৫	১৯৯.৬৯	৫৫৪.২৬	৩৬১.৯০	৮০০.৬৮
২	সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা /(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পূর্বে)	(৫৫.১৭)	৫৪.৯৮	(০.৫১)	(০.১৯)	৬২.১২	৩০৬.৩০	(৫৫.০৫)	৫৪.৯৫	(০.৫৩)	(০.১০)	৬১.৯৮	৩০৬.৫২
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৫৫.১৭)	৫৪.৯৮	(০.৫১)	(০.১৯)	৬২.১২	৩০৬.৩০	(৫৫.০৫)	৫৪.৯৫	(০.৫৩)	(০.১০)	৬১.৯৮	৩০৬.৫২
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৫৫.৩৯)	৩৯.৭০	(০.৫০)	(১৫.৬৯)	৪৭.৯১	১৯৭.৩৯	(৫৫.২৭)	৩৯.৬৭	(০.৫২)	(১৫.৬০)	৪৭.৭৬	১৯৭.৫২
৫	সংশ্লিষ্ট সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (সংশ্লিষ্ট সময়ের মুনাফা (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত)	(৫৫.৩৯)	৩৯.৭০	(০.৫০)	(১৫.৬৯)	৪৭.৯১	১৯৭.৩৯	(৫৫.২৭)	৩৯.৬৭	(০.৫২)	(১৫.৬০)	৪৭.৭৬	১৯৭.৫২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	সংরক্ষণসমূহ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৬,২৫৪.০২	৬,১২০.২২	৬,২৬৯.৭১	-	-	-	৬,৫৬২.৬১	৬,৪০০.০৬	৬,৫৭৮.৪৭
৮	প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) মৌলিক ইপিএস (শেয়ার প্রতি টাকা) (বর্ষ সমাপ্ত ব্যতীত বার্ষিকীকৃত নয়)	(৩.৮৫)	২.৭৬	(০.০৩)	(১.০৯)	৩.৩৩	১৩.৭১	(৩.৮৪)	২.৭৫	(০.০৪)	(১.০৯)	৩.৩২	১৩.৭১
	প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) মিশ্রিত ইপিএস (শেয়ার প্রতি টাকা) (বর্ষ সমাপ্ত ব্যতীত বার্ষিকীকৃত নয়)	(৩.৮৫)	২.৭৬	(০.০৩)	(১.০৯)	৩.৩৩	১৩.৭১	(৩.৮৪)	২.৭৫	(০.০৪)	(১.০৯)	৩.৩২	১৩.৭১

* উভয় বছরেই সংরক্ষণসমূহের মধ্যে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকার সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। ফলাফলের নির্ধারিত বিন্যাসের বিস্তারিত বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির (www.assamentrade.com) ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। উল্লিখিত কিউআর কোডটি স্ক্যান করার সাথে সাথে আপনাকে সরাসরি সেই ওয়েব পেজে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের আর্থিক ফলাফল দেখা যাবে।

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১৪.১১.২০২৬

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন:00326317

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

সিআইএন:-L14109WB1988PLC043934
নিবন্ধিত কার্যালয়: গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপিয়র সরণি, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: http://www.umaexports.net.in; ইমেল: info@umaexports.net.in; ফোন নং: ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬/১৩৯৭
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বছর
		৩০-০৯-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	৩২,০৮৭.৭২	১৯,৩৩৩.৪৮	৪০,৩৩৯.৯৭	৫১,৪২১.২০	৭০,৩৩৬.০২	১,৫২,৩১৪.১০	৩৭,৬৩৮.৬১	৪০,৫২১.৫১	২০,৮৪১.০৬	৭০,৫৫৪.৪২	৫৮,৪৭৯.৬৭	২৬,৩৯২.৯৭
২	ত্রৈমাসিক/বছরের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পূর্বে)	১১০.১৮	৮৩.৯২	-১২৩.০৩	১৯৪.১১	-৮৭.০৭	১৪৩.৬১	১০৮.৭৭	(১১.০৯)	-১১৫.৩৭	৯৭.৭	-৬১.২	৯৯.৪৭
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	১১০.১৮	৮৩.৯২	-১২৩.০৩	১৯৪.১১	-৮৭.০৭	১৪৩.৬১	১০৮.৬৬	(১১৫.৩৯)	(১১.০৯)	(৬১.২৯)	৯৭.৫৯	৯৯.৩৬
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	৮১.৮৫	৬২.৭৮	(১২৩.০৩)	(১০৫.৭৮)	১৪৪.৬৩	৬৭.৪৫	৮০.৩৩	(৩২.২৩)	(১২৩.২৪)	(৮০.০০)	৪৮.১১	৩৬.৮৯
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	৮১.৮৫	৮৭.০৬	(১৩১.৩৮)	(১১৭.২১)	১৬৮.৯১	৫০.৭৭	১১০.৬১	(৫৫.৫৩)	২১.১২	১.৯২	১৩১.৭৪	১০০.৩৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						১৪,০৪১.২৩						
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলমান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) -												
	মৌলিক:	০.২৪	০.১৯	(০.৩৭)	(০.৩১)	০.৪৩	০.২০	০.২৪	(০.৩৬)	(০.১০)	(০.২৪)	০.১৪	০.১১
	মিশ্রিত:	০.২৪	০.১৯	(০.৩৭)	(০.৩১)	০.৪৩	০.২০	০.২৪	(০.৩৬)	(০.১০)	(০.২৪)	০.১৪	০.১১

দ্রষ্টব্য:
ক) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার মাত্র। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইট অর্থাৎ http://www.umaexports.net.in-এ উপলব্ধ রয়েছে।
খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত ও নথিভুক্ত করা হয়েছে।
গ) এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
স্বাঃ/-
রাকেশ খেমকা
ডিআইএন: 00335016
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

(পূর্বে সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (সিআইএন) - L65993WB1989PLC047002
নিবন্ধিত কার্যালয়: আজিমগঞ্জ হাউস, ২য় ফ্লোর, ৭ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বে ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ইমেল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট: www.healthxplatform.com • ফোন ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০

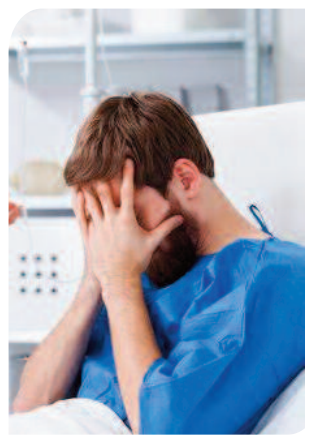
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০-সেপ্টে-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)
কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	৭.২৫	৮.০০	৯.৭৮	১৫.২৫	১৯.৪৫	৩৭.৫৯	৪৮,৪০৮.৮৪	৪৪,৬৮৪.৯৮	৩০,১৩২.০৬	৯৩,০৯৩.৮২	৫৯,৯৭৪.৮৮	১৩১,৯২৬.৫৯
কর এবং ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেমগুলির পূর্বে সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি)	(৩১.৮৫)	(৫১.৪৩)	(২৭.৯৮)	(৮৩.২৮)	(৩৮.৯৩)	(৯৫.১২)	(১,৫২৩.৮৫)	১৯৭.৪৮	(১,৮৪৭.১১)	(১,৩২৬.৩৭)	১,১৭১.৫৫	(১২৩.০৬)
কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্



আরোগ্য



সাইকোলজিস্টদের কাছে যাওয়া মানেই কি সেই ব্যক্তি ‘পাগল’?

জয়দেব বেরা



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ক্ষুস্বাস্থ্য হল কেবল রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়, বরং শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক;এই তিনটি দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ সুস্থতার একটি অবস্থা।ক্ষু অর্থাৎ শুধু কোনও অসুখ না থাকাই স্বাস্থ্য নয়; বরং শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা, মানসিক শান্তি এবং সমাজে ভালোভাবে মিলেমিশে চলার সামথ্যই হল প্রকৃত স্বাস্থ্য।এই সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা যতটা সচেতন কিন্তু সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা সেভাবে সচেতন নই কিংবা সমস্যা বলতে লজ্জা বা ভয় পাই।সাধারণভাবে আমরা অনেকে মনে করি, কাউন্সেলিং করানো মানেই বা সাইকোলজিস্টদের কাছে যাওয়া মানেই ক্লায়েন্ট পাগল বা মানসিকভাবে পুরোপুরি অসুস্থ বা মানসিক রোগী;প্রকৃত অর্থে এই ধারণাটি কিন্তু ভুল।আমাদের শরীর যেমন নানানভাবে অসুস্থ হয়, ঠিক তেমনি আমাদের মনও নানানভাবে অসুস্থ হয় তবে সেটা যে পাগল হতেই হবে বা মানসিক রোগী হতেই হবে তা কিন্তু নয়।আমরা জীবনে কীভাবে ভালো থাকবো,কীভাবে জীবনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারবো,কীভাবে সবার সাথে মানিয়ে নিয়ে জীবনে চলার পথে এগিয়ে যেতে পারবো,সামাজিক ও মানসিকভাবে কীভাবে ভালো থাকা যায় তা নিয়েও ক্লায়েন্টরা সাইকোলজিস্টদের কাছে পরামর্শ নিতে আসেন বা আসা উচিৎ।এক্ষেত্রে বলে রাখি,যারা একদমই পাগল বা পুরোপুরিভাবে মানসিক রোগী তাদের সাইকোলজিস্টদের কাছে আসার দরকার নেই, এক্ষেত্রে একজন ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিস্ট এর পরামর্শ নিন।কারণ সাইকিয়াট্রিস্টরা মেডিসিন প্রদান করেন,তাই মেডিসিন দিয়ে ওনারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন।অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিস্টরা গুরুতর মানসিক রোগের জন্য মূলত মেডিসিন প্রদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন আর অন্যদিকে সাইকোলজিস্টরা সাধারণ সামাজিক ও মানসিক সমস্যা হলে কাউন্সেলিং ও থেরাপি প্রদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন।

এবার প্রশ্ন হল তাহলে সাইকোলজিস্ট এর কাছে কারা আসবেন?এর উত্তরে বলা যায়,যারা সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা অপ্রস্তুত, যাদের মন এর উপর নানান চাপ রয়েছে, যারা বুঝতে সক্ষম কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে জটিলতায় ভুগতে হয়,অপ্রাসঙ্গিক আচরণ করেন,রাগ,মুড সুইং,রিলেশন নিয়ে সমস্যা, মনের মধ্যে সেল্ফ কনফ্লিক্ট রয়েছে,পড়াশোনাজনিত সমস্যা, দোষারোপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা, অবসাদ, হতাশা, পারিবারিক কনফ্লিক্ট সহ অন্যান্য সামাজিক ও মানসিক সাধারণ সমস্যা হলেই আপনারা কাউন্সেলিং করান বা সাইকোলজিস্ট এর পরামর্শ নিন।এক্ষেত্রে অনেক সুফল পাবেন।কারণ সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর এক্ষেত্রে কাউন্সেলিং ও থেরাপির মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলোকে সুন্দরভাবে ডায়াগনস্টিক করতে পারবেন।তবে এক্ষেত্রে ট্টঙ্খজ্জ অনুমোদিত সাইকোলজিস্ট/ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হলে খুবই ভালো হয়।

কাউন্সেলিং করা বা সাইকোলজিস্ট এর কাছে আসা মানেই ক্লায়েন্ট পাগল এটা একটি ভুল ধারণা(যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ‘পাগল’ বলে কোনও শব্দ নেই। এটি সমাজের তৈরি একটি নেতিবাচক তকমা, যা মানুষকে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে বাধা দেয়)। আমাদের সাধারণভাবে বা দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্য কিন্তু সাইকোলজিস্ট এর পরামর্শ নেওয়া উচিত।তাই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূরীকরণ করুন আর নিজের মন এর যত্ন নেওয়ার জন্য মন বিশেষজ্ঞদের/সাইকোলজিস্টদের পরামর্শ নিন।

- সুতরাং,শরীর অসুস্থ হলে আমরা যেমন ডাক্তারের কাছে যাই, তেমনি মনের যে কোনও চাপ, উদ্বেগ বা জটিলতা সামলাতে মনোবিদের সাহায্য নেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর একটি পদক্ষেপ।কেন মানুষ সাইকোলজিস্টের কাছে যান বা যাওয়া উচিৎ তা নিম্নে আলোচনা করা হল
- দৈনন্দিন মানসিক চাপ সামলানো কর্মক্ষেত্রের চাপ, পড়াশোনার দুশ্চিন্তা বা পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে মানুষ মনোবিদের পরামর্শ নেন।
- সম্পর্কের জটিলতা সমাধান দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি বা ব্রেকআপের পর মানসিক স্থিতিশীলতা ফিরে পেতে রিলেশনশিপ কাউন্সেলিং/থেরাপি দারুণ কাজ করে।
- আত্ম-উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিজেকে আরও ভালোভাবে চিনতে, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বা জীবনের বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাইকোলজিস্ট সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করেন।
- অবসাদ ও উদ্বেগ (Anxiety % Depression) দীর্ঘদিনের মন খারাপ, একাকীত্ব, ঘুমের সমস্যা বা অহেতুক ভয় কাটিয়ে উঠতে সাইকোলজিস্ট এর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

ট্রমা বা শোক কাটিয়ে ওঠা প্রিয়জন হারানোর শোক বা জীবনের কোনও বড় দুর্ঘটনার মানসিক আঘাত সামলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে থেরাপি অপরিহার্য।এক্ষেত্রে সাইকোলজিস্ট এর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যাইহোক, সামাজিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য,মনের যত্ন নেওয়ার জন্য সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর পরামর্শ নিন আর সাইকোলজিস্ট এর কাছে যাওয়া মানেই ক্লায়েন্ট পাগল এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ করুন।তাই ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে একদম বয়স্করা পর্যন্ত যে কেউ মনের যত্ন নিতে বা সামাজিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্য সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর এর পরামর্শ নিতে পারেন।

লেখক : অতিথি অধ্যাপক, বই লেখক, সমাজকর্মী এবং সমাজ-মনোবিদ

শেষের সেই দিনগুলো

ডাঃ শামসুল হক



জন্মের সময় থেকে শুরু করে একজন মানুষের মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পুরোটা সময়ই মোড়া থাকে এমন রহস্যময় এক মোড়কের আচ্ছাদনে যে সেটাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বস্তুত তেমন আশা করাটাও যে অবান্তর, মেনে নিতে হবে সেই সহজ সত্যটাও।

একজন প্রবীণ নাগরিক তাঁর চলার পথের প্রায় প্রতিটি স্তরকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করে রাখেন এবং সময়ে অসময়ে বারবার মনে করার চেষ্টা করেন হারিয়ে যাওয়া সেইসব দিনগুলোরই কথা। আর তার মধ্যে কোনটা যে প্রত্যাশিত এবং কোনটা অপ্রত্যাশিত, সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন না সেটাও। অনেক সময় আবার তাঁরা মেলাতে পারেন না জীবনের অঙ্কও। তাই অনেকের মনে থেকে যায় লুকানো ক্ষোভও।

কিন্তু ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, সময়ের মূল্যটুকু বুঝতে হবে সব বয়সের মানুষজনকেই। আর প্রবীণদের সেটাকে মান্য করতে হবে একেবারে নিখুঁতভাবেই। অবশ্য ফেলে আসা দিনগুলোর কথা তাঁদের পক্ষে ভোলা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু সময়ের সেই স্রোতকে বারবার মনে করতে গিয়ে বর্তমান সময়ের মূল্যায়ন যেন কোনভাবেই সমস্যা বহুল হয়ে না ওঠে, খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও। তখন যদি তাঁদের সামনে হাজির হয় কোন সমস্যার তাহলে অতি অবশ্যই সাহায্য নিতে হবে নবীনদেরও। তারা অতি অবশ্যই এসে দাঁড়াবে প্রবীণদেরই পাশে এবং তাঁদের মনের মধ্যে সঞ্চার করবে অতিরিক্ত উদ্দীপনারও।

অত এব প্রবীণদের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই ভাবতে হবে নবীনদেরও। আর একটা কথা সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রবীণরা তাঁদের নিজস্ব জীবনের চলার পথে সহ্য করেছেন অনেক ঘাত প্রতিঘাতও। তাই জীবনবোধ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে তাঁরা হয়ে ওঠেন অনেক অভিজ্ঞও। আর তার ই ফলস্বরূপ তাঁরা কার ও করুণার পাত্র হয়ে ওঠাও তেমন একটা পছন্দ করেন না। তবে প্রাপ্য মর্যাদা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলে তাঁরা ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। বলাই বাহুল্য, তখন তাঁদের মনটাও ভরপুর হয়ে ওঠে একরাশ অভিমানেরই বোঝা নিয়ে। আর সেই ধারা যদি ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে মানসিকভাবে তাঁরা ভেঙে পড়েন এবং একটা সময় সেটাই মানসিক অবসাদে রূপান্তরিতও হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল এটাই যে, সেই মানসিক অবসাদই অনেক সময় আবার তাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়ায়।

প্রবীণ নাগরিকদের এহেন পরিণতির কথা চিন্তা করেই তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিরা নিয়েছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তও। ১৯৯০ সালে ডিসেম্বর মাসের পনের তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটা সাধারণ সভার আয়োজন করে একটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য সংঘের তরফ থেকে একটা বিশেষ দিবস পালন করা হবে এবং সেই দিবসের নাম দেওয়া হবে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস।

তাই পরের বছর থেকেই প্রতি বছর ই অক্টোবর মাসের প্রথম দিনেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে বিশেষ সেই দিবস উদযাপনও। সেই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের কাছে একজন প্রবীণ মানুষ যেন যথাযথ মর্যাদা পান।

ফেলে দেওয়া খাদ্য উপাদানের ছোঁয়ায় শীতে যত্নে থাকবে পা



আরো খবর প্রতিবেদন: শীতের রুক্ষতার স্পর্শ লেগেছে আপনার শরীরে? তেল, ক্রিম, ময়েশ্চারাইজারের ছোঁয়ায় ত্বক প্রাণ ফিরে পেলেও শীতে অনেকেরই সমস্যা পা ও গোড়ালি ফাটা। রুক্ষ ও শুষ্ক ঠান্ডা বাতাসের জন্য আর ঠিকমতো পা পরিষ্কার না করার জন্য পা ফাটে। তাই পা ও গোড়ালি ফাটা রোধ করতে প্রথমেই সঠিক পরিচর্যা করা জরুরি।

শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে অনেকেই খোলা শুদ্ধ চিনেবাদাম খেতে ভালোবাসেন। খাওয়া হয়ে হেলে বাদামের খোলা ফেলে দেন। সেই বাদামের খোলার সাহায্যেই ফাটা রোধ করা যাবে। বাজারচলতি নানান রকমের রাসায়নিক মিশ্রিত বিউটি প্রোডাক্ট নয় ঘরোয়া উপাদানের সাহায্যেই পা ও গোড়ালি ফাটা রোধ করা সম্ভব।

চিনেবাদামের খোলায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ময়েশ্চারাইজিং গুণাবলী ও প্রাকৃতিক তেল থাকে যা পা ও গোড়ালির ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ত্বক নরম ও মসৃণ করে এবং ময়েশ্চারাইজ করতে সাহায্য করে।

কী করবেন

চিনেবাদামের খোলা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকনো করে নিন। ভালো করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়ে তার মধ্যে মধু, নারকেল তেল আর দুধ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। ৫-৭ মিনিট ঈষদুষ্ণ গরম জলে পা ভিজিয়ে রাখুন। ভালো করে পায়ে চিনেবাদামের ফুট মাস্ক লাগান। ২০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। পায়ে ময়েশ্চারাইজার লাগান। মোজা পরে থাকুন। মরা কোষ দূর করে প্রাকৃতিক এই ফুট মাস্ক পায়ের ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ত্বক সুস্থ রাখতে শীতে কম সময়ে পুরুষদের জন্য ত্বকের পরিচর্যার টিপস

আরো খবর প্রতিবেদন: বিউটি পার্লার বা সালোঁতে গিয়ে মহিলাদের চুল বা ত্বকের পরিচর্যা করতে দেখা গেলেও ছেলেরা রূপচর্চা করছে, বিষয়টি এখনো সমাজের দৃষ্টিতে বেমানান ঠেকে। অনেক পুরুষই ত্বকের পরিচর্যা নিয়ে সচেতন কিন্তু তবুও মহিলাদের মতো পুরুষদের নানান রকম উপাদান মেখে ত্বকের



পরিচর্যা করার সময় নেই। এদিকে, দূষণ, ধূমপান, ঠিকঠাক ঘুম না হওয়ার কারণে পুরুষদের ত্বক নিষ্প্রাণ মলিন হয়ে যায়। তাই চটজলদি উপায় পুরুষরা যদি ত্বকের যত্ন নেন তাহলে তাঁদের ত্বকের পরিচর্যা করার ঝক্কি পোহাতে হয় না।

আসুন দেখে নিই কম সময়ের মধ্যে পুরুষরা ত্বকের পরিচর্যা কীভাবে করবেন

১) ত্বকের স্বাভাবিক যত্নর প্রথম ধাপ হল দিনে ২ বার মুখ পরিষ্কার করতে হবে। বাড়িতে থাকলে ৩/৪ বার ভালো করে জলের ঝাপটা মুখে দিন। ত্বকের ধরণ বুঝে মাইল্ড ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার ব্যবহার করে মুখ পরিষ্কার করে নিন।

২) মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে টোনার ব্যবহার করবেন। ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে হালকা ময়েশ্চারাইজার লাগান।

৩) ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত রোদে বেরনোর আগে সানস্ক্রিন বেসড লোশন লাগান।

৪) ত্বকের মরা কোষ ও ময়লা দূর করতে নিয়মিত স্ক্রবিং করা জরুরি। ২ চামচ চালের গুঁড়ো, ১ চামচ টক দই, ১ চামচ মধু, ১ চামচ বেসন গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মুখে লাগান। ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে নিন মুখ। ত্বক উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও সতেজ থাকবে।

শীতে জবুথবু, হাত-পায়ে ব্যথা, তেল মালিশে মিলবে উপশম



আরো খবর প্রতিবেদন: গোটা বাংলা শীতে জবুথবু। আট থেকে আশি শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত, পায়ের যন্ত্রণায় কাবু। শীত পড়তেই হাত, পায়ের পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া, জয়েন্ট ফুলে যাওয়া, ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। ঠান্ডা রুক্ষ ও শুষ্ক বাতাস আর কম সূর্যের আলোর স্পর্শ পাওয়ার কারণে শরীরে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। এই পরিস্থিতিতে তেল মালিশ করলে ব্যথা, যন্ত্রণা থেকে সাময়িক আরাম মেলে। সঠিক তেল দিয়ে মালিশ করলে শরীর গরম হয়, যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া আটকানো যায়।

কোন তেলে মালিশ করলে কী উপকার মেলে

সর্ষের তেলকে আয়ুর্বেদে গরম তেল বলা হয়। এই সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করলে তা ত্বকের মাধ্যমে শরীরের ভেতরে ঢুকবে। শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে। রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। ঠান্ডায় যন্ত্রণা থেকে সাময়িক আরাম মেলে।

কী করবেন

পরিমাণমতো সর্ষের তেল নিয়ে তার মধ্যে ৭- ৮ কোয়া রসুন ও অল্প পরিমাণ জোয়ান নিয়ে। ঈষদুষ্ণ গরম করুন তেল যতক্ষণ না রসুন হালকা ব্রাউন রঙের হয়ে যায়। তেল ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন একটা পাত্রে। এই তেল দিয়ে মালিশ করলে পেশি নরম হয়, যন্ত্রণা দূর হয়। রসুনে থাকে ব্যথা নিরাময়ের গুণাবলী। জোয়ান জয়েন্ট ফুলে যাওয়া আটকায়। সর্ষের তেল শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে। স্নায়ুকে শক্তিশালী করে। ত্বক বেশি পরিমাণে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে গেলে তিলের তেল ব্যবহার করতে পারেন। অলিভ অয়েল দিয়ে মালিশ করলে ত্বক নরম হয়। পেশি নরম হয়।

কোন কোন বদভ্যাসের কারণে ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে?



আরো খবর প্রতিবেদন: হাজার একটা বিউটি প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হচ্ছে ত্বকের পরিচর্যা করতে তাও ত্বকে চুলকানি দেখা যাচ্ছে, ত্বক অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছে। এসব কেন হচ্ছে জানেন? এসবের পেছনে আপনার বদভ্যাস নেই তো? অনেকের গাল, থুতনি চেপে ধরে থাকার অভ্যাস থাকে। হাতের আঙুলে অসংখ্য পরিমাণে জীবাণু থাকে তা ত্বকে লাগালে ত্বকের সংক্রমণ হয়। হাত না পরিষ্কার করে মুখে হাত লাগালে ব্রণ, চুলকানির সমস্যা দেখা যায়।

কোন কোন বদভ্যাসের কারণে ত্বকের সমস্যা দেখা যায়

ফোনের স্ক্রিনে প্রচুর পরিমাণ জীবাণু, ময়লা, তেল থাকে। ফোনের রিসিভার একটানা চেপে ধরে থাকলে ফোনের স্ক্রিন থেকে জীবাণু ত্বকে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই ফোনের স্ক্রিন নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। দীর্ঘ সময় ধরে একটানা ফোনের স্ক্রিন গালে চেপে ধরে থাকবেন না।

অনেকে স্নানের পর চুল ভালো করে মোছেন না। ভিজে চুলে ঘুমোতে গেলে বালিশ ভিজে যায়। তাতে ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস জন্মায়। এতে খুশকি, ত্বকের সমস্যা দেখা যায়।

ত্বক স্পর্শকাতর হলে বারবার মুখ ঘষলে ত্বকের রক্ষাকবচ নষ্ট হয়ে যায়।

মাথার বালিশের ঢাকা নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। কারণ অপরিষ্কার মাথার বালিশের ঢাকায় ময়লা, তেল, ঘাম জমে জীবাণু জন্মায় যার থেকে ত্বকের সংক্রমণ হয়।

খুব গরম জলে স্নান করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা ও তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ত্বকের স্বাভাবিক টানটান ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় ধরে একটানা স্মার্টফোন ব্যবহার করলে স্ক্রিনের নীল আলোর স্পর্শে ত্বকে ফাইন লাইনস দেখা যায়।

এক্সপায়েরি ডেটের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সেই সব বিউটি প্রোডাক্ট ব্যবহার করলে তার থেকে ত্বকের সংক্রমণ হয়।

চুলের তেল চিটচিটে ভাব দূর করার কিছু ঘরোয়া টোটকা



আরো খবর প্রতিবেদন: প্রচণ্ড ঠান্ডায় জবুথবু গোটা বঙ্গ। বাতাসে আর্দ্রতা কমে গেছে শীতে। এদিকে দূষণের কারণে চুলের বেহাল অবস্থা। শীতে সপ্তাহে নিয়মিত শ্যাম্পু না করলেই মাথার তালু তৈলাক্ত হয়ে উঠছে। মাথা ভরতি খুশকি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে রোজকার যাঁরা রাস্তায় বেরোন তাঁদের এই সমস্যা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। চুলের তেল চিটচিটে ভাব দূর করার কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। আসুন দেখে নিই কীভাবে চুলে শ্যাম্পু না করেও তেল চিটচিটে ভাব দূর করা যায়

১) বেবি পাউডার বা কর্নস্টার্চ চমৎকার কাজ করে। চুলের গোড়া ও মাথার তালুতে সামান্য বেবি পাউডার ও কর্নস্টার্চ ছড়িয়ে নিন। কিছুক্ষণ পর মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে ভালো করে চুল আঁচড়ে নিন।

২) মাথার তালু থেকে অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব শুষে নিতে ব্লটিং পেপার ব্যবহার করবেন। চুলের সিঁথি বরাবর ব্লটিং পেপার চেপে ধরুন। অনেকটা তেল শুষে নেবে।

৩) রান্নাঘরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বেকিং সোডা মাথার তালুর তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। মাথায় বেকিং সোডা লাগিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে ভালো করে চুল আঁচড়ে নিন।

৪) অ্যালকোহলযুক্ত ফেস টোনার মাথার তালুতে লাগান। তেল চিটচিটে ভাব দূর হবে।

৫) চুলে ও মাথার তালুতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার লাগান। মাথার তালুর পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর করে। এক টেবিল চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ও এক কাপ জলে মিশিয়ে লাগান।